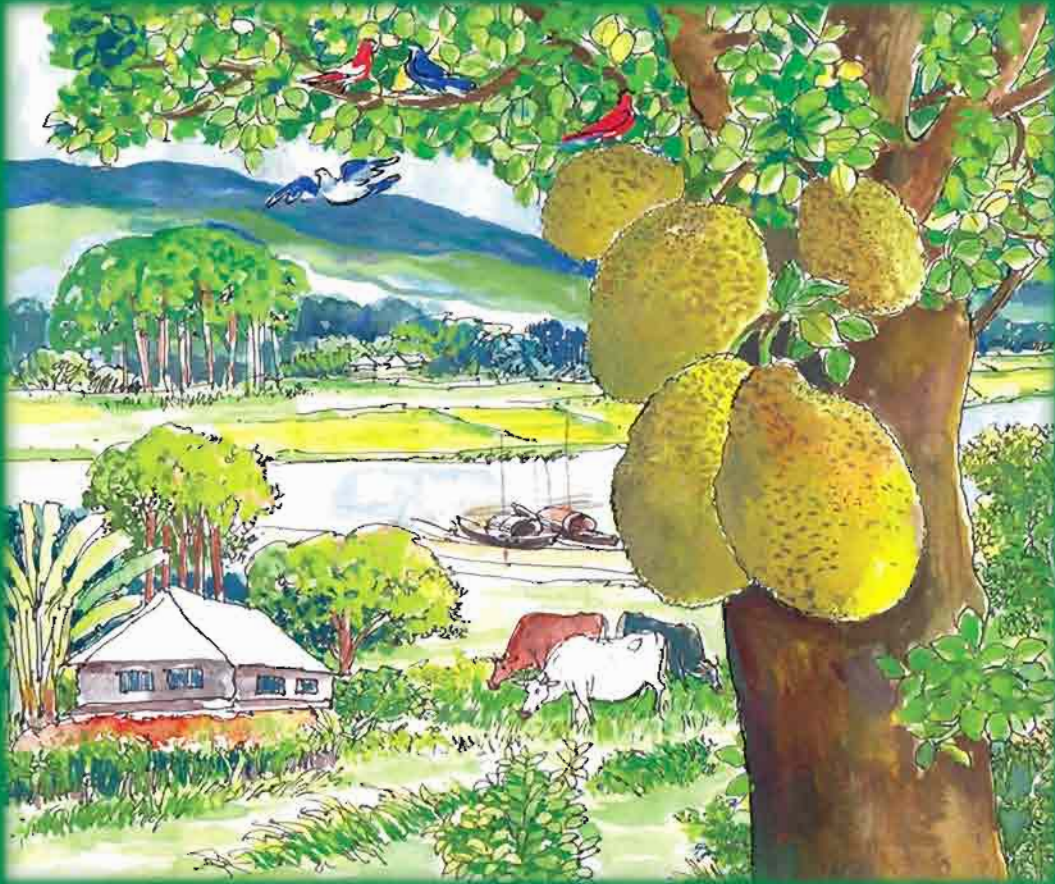


বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

তৃতীয় শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

তৃতীয় শ্রেণি

রচনা ও সম্পাদনা
ড. মাহবুবা নাসরীন
ড. আব্দুল মালেক
ড. ঈশানী চক্রবর্তী
ড. সেগিনা আক্তার

চিত্রাঙ্কন
গোলাম রব্বানী শামীম

শিল্প সম্পাদনা
হাশেম খান



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ: ২০১২

সমস্বয়ক
এস. এম. নূর-এ-এলাহী

গ্রাফিক্স
জহিরুল ইসলাম ভূঞা সেতু

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিশু বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞান শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনানিচয়ের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পরিশেষে শিখনফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পটভূমিতে শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ধাপ নতুনভাবে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে যত্নসহকারে অনুসরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মৌলিক চাহিদা, শিশুদের অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য, সমাজে সকল মানুষের সাথে সহযোগিতা ও সহমর্মিতাবোধ, সুনামগরিক হয়ে ওঠার গুণাবলি অর্জন, অন্যের সংস্কৃতি ও পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ, সামাজিক পরিবেশ ও দুর্যোগ, জনসংখ্যা ও জনসম্পদ ইত্যাদি বিষয়গুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন একটি চলমান প্রক্রিয়া হলেও কোনো শিক্ষাক্রমে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করা নির্ভর করে অন্য কয়েকটি বিষয়ের উপর। বিশেষত শিক্ষকদের সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের সাথে শিশুদের শেখানোর বিষয়টি জড়িত। তা সত্ত্বেও যুগের চাহিদা ও বাস্তবতার সাথে নতুন কিছু বিষয়ে যেমন- বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও দুর্যোগকে শিশু যাতে মোকাবেলা করতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। সমাজের সকল নারী-পুরুষ, পেশাজীবী, ধনী-দরিদ্র, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ সকলকে সমানভাবে গ্রহণ করা ও সকলের সাথে সম্মতিভিত্তিক মানসিকতা তৈরি করার জন্য কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে।

শিশুর নিরাপত্তার বিষয়টি লক্ষ রেখে যুগোপযোগী বিষয়ে তাকে প্রয়োজনীয় ধারণা দেওয়া হয়েছে যাতে এ বিষয়ে তার সচেতনতা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন বিষয়বস্তু যাতে সহজবোধ্য হয় এবং শিশু সেগুলো আনন্দের সাথে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, মুগ্ধ করতে না হয়, সেসব দিক লক্ষ রেখে পরিকল্পিত কাজ ও রঙিন চিত্র দেওয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, জাতির পিতার জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও তথ্যসমূহ সর্থাধিক সম্মতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বিষয়ে শব্দচয়নের ক্ষেত্রেও সর্থাধিক অনুসৃত হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর ভিত্তিতে প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক। লক্ষণীয় যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয় ও টেকসই করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের চিত্র/ছবি ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো। বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানাননীতি।

সর্থাধিক ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে।

এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যে সব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	আমাদের সমাজ ও পরিবেশ	১
দ্বিতীয়	মিলেমিশে থাকি	৯
তৃতীয়	আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব	১৫
চতুর্থ	সমাজের বিভিন্ন পেশা	২০
পঞ্চম	মানুষের গুণ	২৭
ষষ্ঠ	পরিবার ও বিদ্যালয়ে উন্নয়নমূলক কাজ	৩১
সপ্তম	পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	৩৮
অষ্টম	মহাদেশ ও মহাসাগর	৪৪
নবম	আমাদের বাংলাদেশ	৪৯
দশম	আমাদের জাতির পিতা	৫৮
একাদশ	আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	৬১
দ্বাদশ	বাংলাদেশের জনসংখ্যা	৬৮

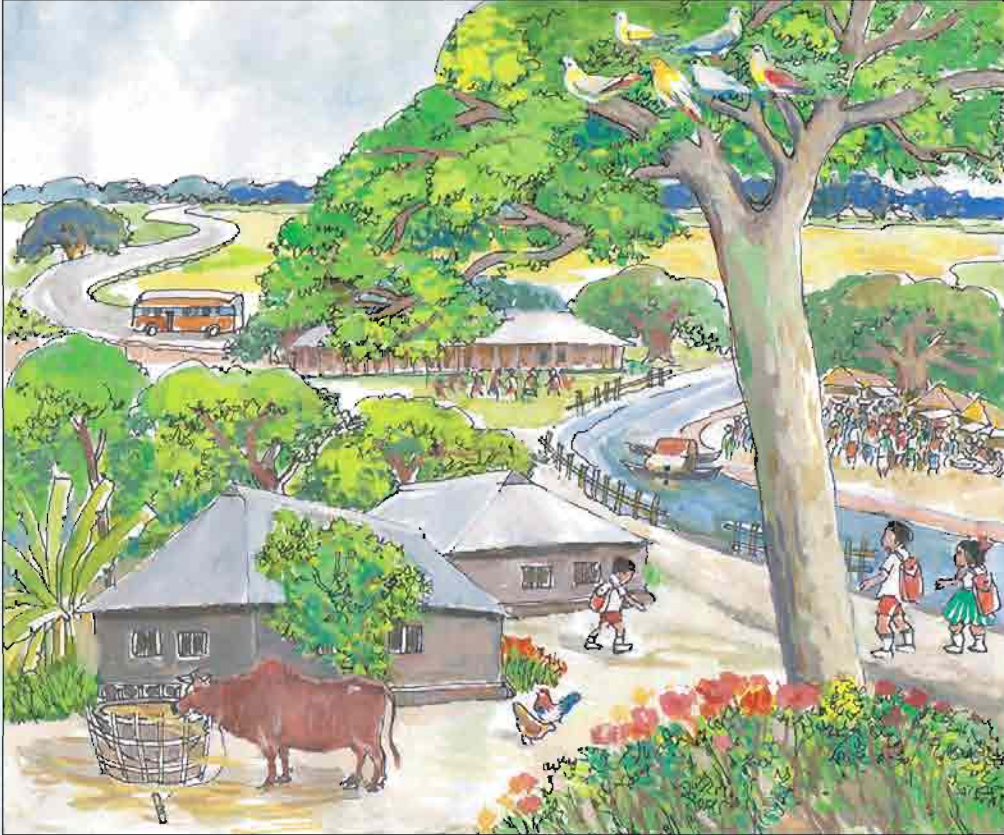
প্রথম অধ্যায় আমাদের সমাজ ও পরিবেশ

সমাজ

আমরা বিদ্যালয়ে অনেকে একসাথে লেখাপড়া করি। বাড়ি বা বাসায় সাধারণত মা-বাবা, ভাই-বোন একসাথে বাস করি। কোনো কোনো বাড়িতে দাদা-দাদি, নানা-নানি ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন থাকেন। আমাদের চারপাশে পাড়া-প্রতিবেশী অনেক মানুষ বাস করেন। আমরা একই এলাকায় অনেক মানুষ বাস করি। আমাদের মধ্যে নানা রকম সম্পর্ক রয়েছে। আমরা অনেক নিয়মনীতি মেনে চলি। অনেক উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করি। এসব কিছুকে সমাজ বলে।

পরিবেশ

আমাদের বাড়ি ও বিদ্যালয়ের চারপাশে অনেক কিছু রয়েছে। গাছ রয়েছে, রাস্তা রয়েছে। আর কী কী রয়েছে নিচের ছবিতে দেখি।



পরিবেশ

এগুলোর নাম নিচের ছকে লিখি।

আমাদের চারপাশে রয়েছে	
১.	৪.
২.	৫.
৩.	৬.

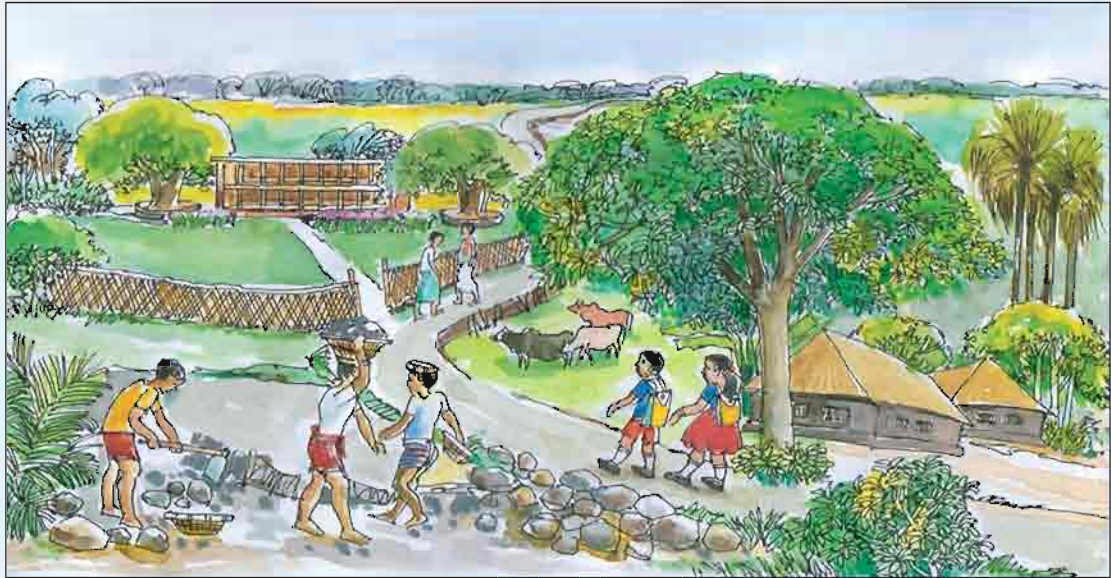
আমাদের চারপাশের সবকিছুকে নিয়ে আমাদের পরিবেশ।

পরিবেশের প্রকারভেদ

পরিবেশ দুই ধরনের : (ক) সামাজিক পরিবেশ এবং (খ) প্রাকৃতিক পরিবেশ।

সামাজিক পরিবেশ

মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে অনেক কিছু তৈরি করেছে। যেমন- বাড়ি, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, রাস্তাঘাট, দোকান ইত্যাদি। এগুলোই আমাদের সামাজিক পরিবেশের উপাদান। মানুষ যা কিছু তৈরি করেছে সে সব নিয়ে আমাদের সামাজিক পরিবেশ।



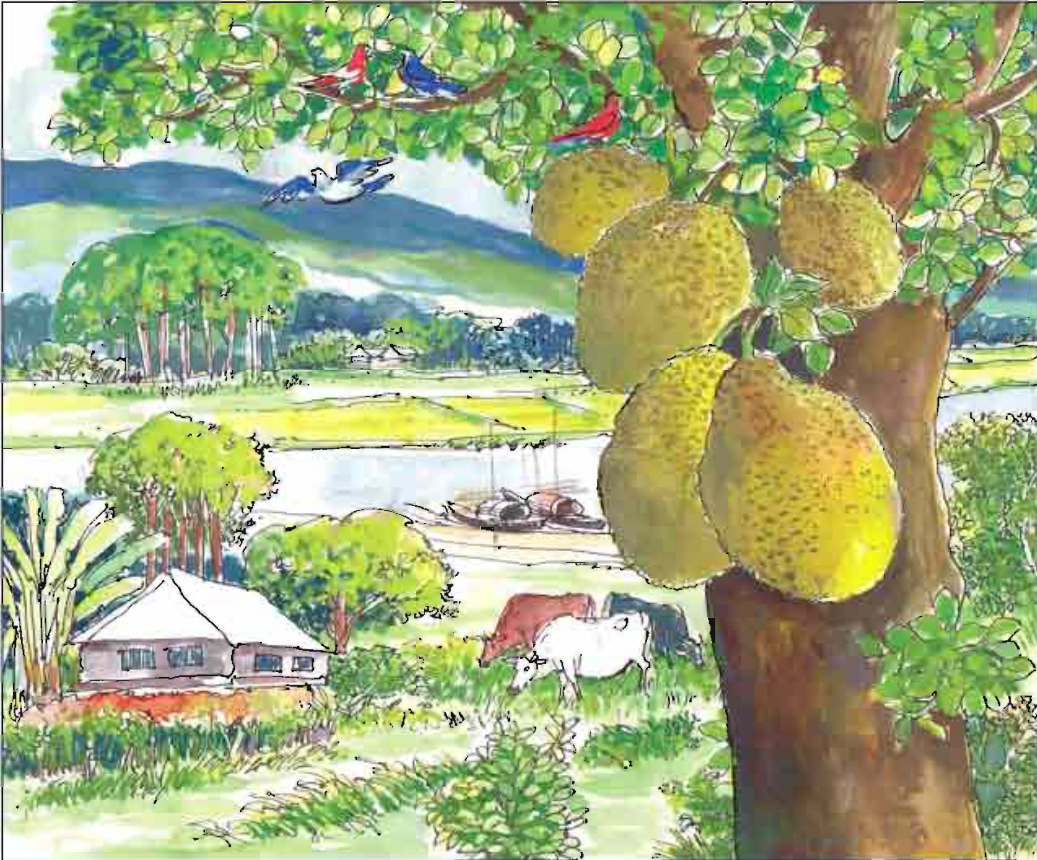
সামাজিক পরিবেশ

সামাজিক পরিবেশের আরও অনেক উপাদান রয়েছে। আমরা আশেপাশে তাকাই। সামাজিক পরিবেশের উপাদান দেখি। নিচের ছকে কয়েকটি উপাদানের নাম লিখি।

সামাজিক পরিবেশের উপাদান	
১.	৪.
২.	৫.
৩.	৬.

প্রাকৃতিক পরিবেশ

মাটি, বায়ু, পানি আমাদের পরিবেশের উপাদান। এছাড়াও রয়েছে গাছপালা, ফুলফল, পশুপাখি, নদীনালা, খালবিল ইত্যাদি। এসব কিছু নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয়। আমাদের আশেপাশে দেখি।



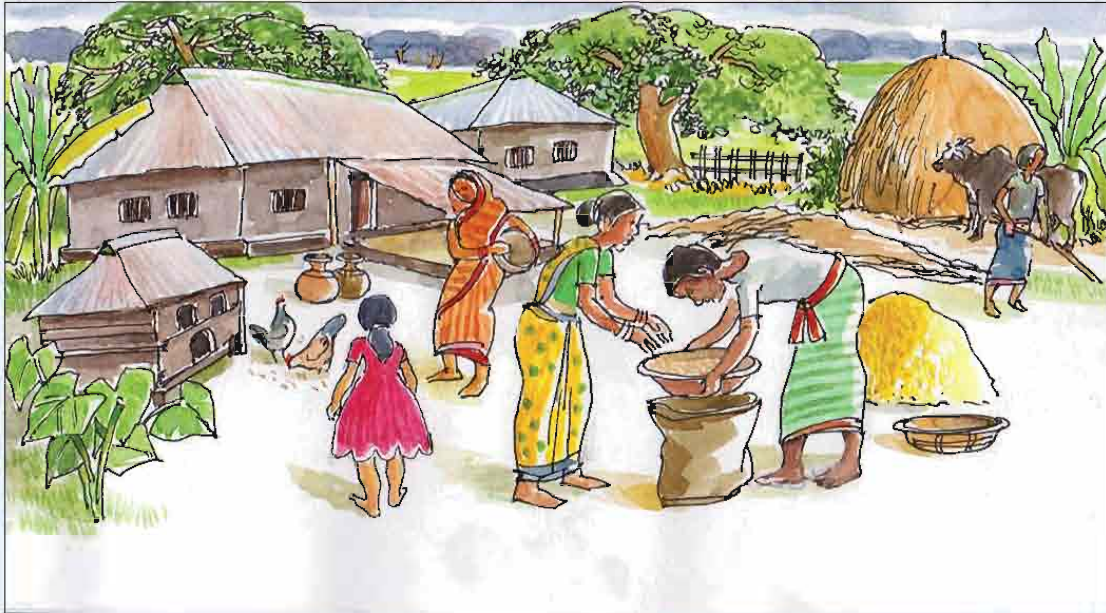
প্রাকৃতিক পরিবেশ

প্রাকৃতিক পরিবেশের কয়েকটি উপাদান নিচের ছকে লিখি।

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান	
১.	৪.
২.	৫.
৩.	৬.

সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব

আমাদের জীবনে সামাজিক পরিবেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বাড়ি আমাদের সবচেয়ে বেশি পরিচিত। বাড়িতে আমরা বসবাস করি। বাড়ির আজিনায় আমরা খেলাধুলা করি। বাড়ির চারপাশের সবাই আমাদের প্রতিবেশী।



আজিনাসহ একটি বাড়ি

বিদ্যালয় আমাদের অনেক প্রিয়। বিদ্যালয়ে আমরা লেখাপড়া করি। খেলাধুলা করি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও উৎসবে আনন্দ করি।



বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে একটি অনুষ্ঠান

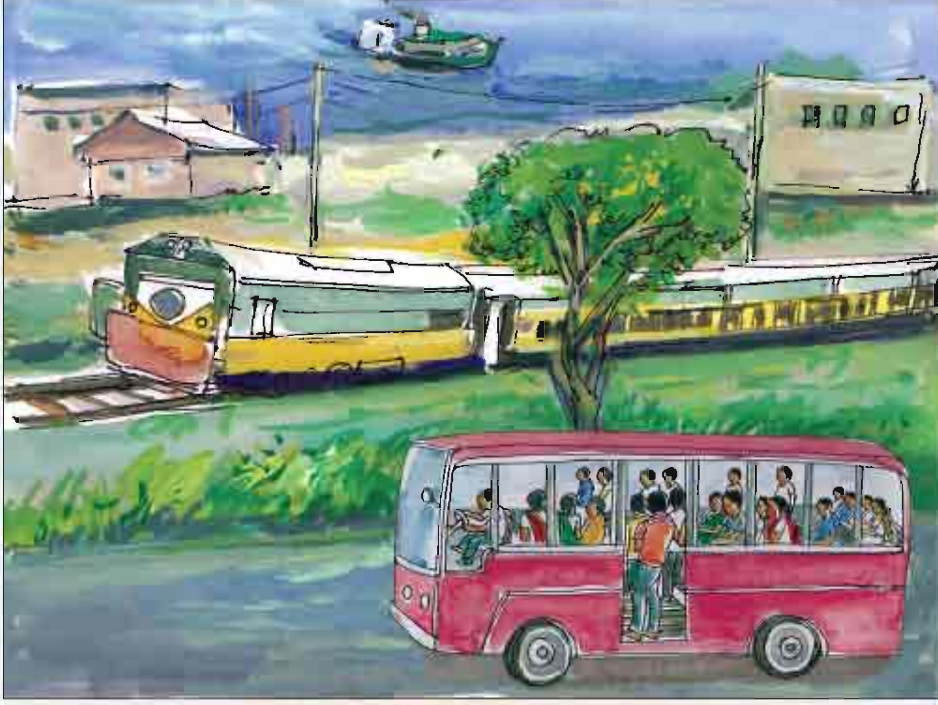
আমাদের গ্রাম বা মহল্লায় খেলার মাঠ রয়েছে। আমরা এ মাঠে খেলা করি। খেলাধুলা করলে ভালো লাগে। অসুখ-বিসুখ কম হয়। শরীর সুস্থ থাকে।



খেলার মাঠ

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

রাস্তা ও যানবাহন আমাদের অনেক উপকার করে। রাস্তা দিয়ে আমরা বিদ্যালয়ে যাই। হাটবাজারে যাই। বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাই। দূরে যাওয়ার জন্য আমরা বাস, ট্রেন ইত্যাদি যানবাহন ব্যবহার করি।



রাস্তা ও যানবাহন

নদীপথে আমরা নৌকা, লঞ্চ ও স্টিমারে যাতায়াত করি। এসবই আমাদের পরিবেশের অংশ।

আমাদের জীবনের সাথে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আমরা সবসময় পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব।

আবার পড়ি

১. আমাদের চারপাশের সবকিছুকে নিয়ে আমাদের পরিবেশ।
২. পরিবেশ দুই ধরনের : (ক) সামাজিক পরিবেশ এবং (খ) প্রাকৃতিক পরিবেশ।
৩. মানুষ যা কিছু তৈরি করেছে সেগুলো সামাজিক পরিবেশের উপাদান। যেমন- বাড়ি, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, রাস্তা ইত্যাদি।
৪. মাটি, বায়ু, পানি, গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদি নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয়।

পরিকল্পিত কাজ

১. পরিবেশের উপাদানের তালিকা তৈরি করবে।
২. পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানকে সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপাদানে বিভক্ত করে তালিকা তৈরি করবে।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১.১ সামাজিক পরিবেশের উপাদান কোনটি ?

- | | |
|--------------|--------|
| ক. পাখি | খ. পশু |
| গ. বিদ্যালয় | ঘ. নদী |

১.২ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান কোনটি ?

- | | |
|-----------|---------|
| ক. বাড়ি | খ. গাছ |
| গ. রাস্তা | ঘ. সেতু |

১.৩ আমরা কোথায় খেলাধুলা করি ?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. পুকুরে | খ. মাঠে |
| গ. নদীতে | ঘ. বাজারে |

১.৪ আমাদের জীবনের সাথে কী ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ?

- | | |
|------------|------------------|
| ক. পরিবেশ | খ. খেলাধুলা |
| গ. নাচ-গান | ঘ. উৎসব-অনুষ্ঠান |

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. আমরা একই _____ অনেক মানুষ বাস করি।
- খ. আমাদের চারপাশের সবকিছুকে নিয়ে আমাদের _____।
- গ. বিদ্যালয় _____ পরিবেশের উপাদান।
- ঘ. আমরা সবসময় _____ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. আমরা অনেক	অনেক কিছু তৈরি করেছে
খ. আমাদের চারপাশের সব কিছুকে নিয়ে	সামাজিক পরিবেশের উপাদান
গ. মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে	আমাদের পরিবেশ
ঘ. বাড়ি, রাস্তা, যানবাহন	উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করি
	আমরা খেলাধুলা করি

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

- ক. সমাজ কী ?
- খ. পরিবেশ কী ?
- গ. সামাজিক পরিবেশ কাকে বলে ?
- ঘ. তোমার বিদ্যালয়ের চারপাশের সামাজিক পরিবেশের পাঁচটি উপাদানের নাম লিখ।
- ঙ. তোমার জীবনে সামাজিক পরিবেশের তিনটি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা লিখ।
- চ. প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে ?
- ছ. তোমার বাসা বা বাড়ির চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের পাঁচটি উপাদানের নাম লিখ।

দ্বিতীয় অধ্যায় মিলেমিশে থাকি

মিলেমিশে থাকি

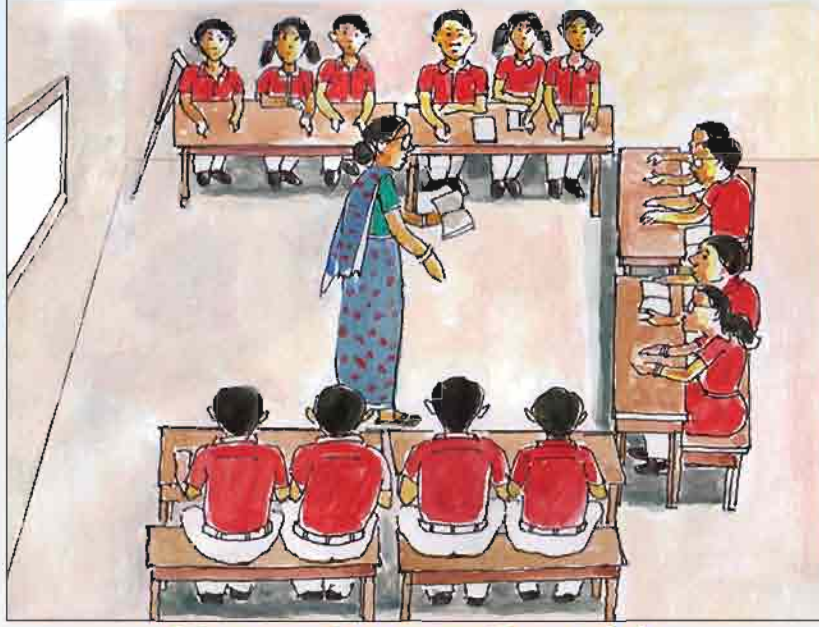
পরিবারে আমরা মা-বাবা, ভাই-বোন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে একসাথে থাকি। বিদ্যালয়ে আমরা ছেলে-মেয়ে, ছোট-বড় সবাই একসাথে মিলেমিশে লেখাপড়া করি। খেলাধুলা করি। আমরা সবাই কোনো পাড়া বা মহল্লায় বাস করি। আমাদের সমাজে বিভিন্ন বয়স, ধর্ম, পেশার মানুষ রয়েছে। সমাজের কেউ নারী। কেউ পুরুষ। কেউ ধনী। কেউ দরিদ্র। আমাদের দেশে কয়েকটি ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠীও রয়েছে। যেমন- গারো, চাকমা, সাঁওতাল ও অন্যান্য। এছাড়াও সমাজে এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা শারীরিকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত। সমাজে কারা বাস করে নিচের ছবিতে দেখি।



মিলেমিশে বসবাস

সমাজে নানা ধরনের মানুষ থাকা সত্ত্বেও আমরা সবাই একসাথে মিলেমিশে থাকি। একে অন্যকে সাহায্য করি। সম্মান করি। এ কারণেই আমাদের সমাজটা সুন্দর।

সমাজে আমাদের সমবয়সী বা বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের মধ্যে আমরা সবাই এক নই। যেমন- কেউ মেয়ে। কেউ ছেলে। কেউ বয়সে বড়। কেউ ছোট। কেউ চোখে কম দেখতে পারি। কেউ কম শুনতে পারি। কেউ যে কোনো পাঠ তাড়াতাড়ি শিখি। আবার কেউ একটু দেরিতে বুঝি। আমরা সবাই মিলেমিশে লেখাপড়া করতে পারি। এজন্য দরকার একে অন্যকে সহায়তা করা।



বিভিন্ন ধরনের শিশু একসাথে দলীয়ভাবে পাঠ নিচ্ছে

আমরা সবাই একসাথে লেখাপড়া করি। কারো পড়া বুঝতে বা দেখতে সমস্যা হলে একজন অন্যজনকে সহায়তা করব। মেয়ে, ছেলে, শারীরিক অসুবিধা বা অন্য কোনো পার্থক্যের কারণে কাউকে আলাদা করব না। আমরা প্রয়োজনে একজনের খাতা, পেনসিল দিয়ে অন্যজনকে লেখাপড়ায় সহায়তা করব। খেলার সময়ও সবাই মিলেমিশে একসাথে খেলা করব। কারণ আমরা সবাই বন্ধু। এ ছাড়াও আমাদের সমাজে বেশ কিছু শিশু আছে যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত। যেমন- শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশু সব খেলায় অংশ নিতে পারে না। আমাদের মাঝে আর এক ধরনের শিশু আছে যাদের অটিস্টিক বলা হয়। যারা সমবয়সী শিশুদের সাথে মিশতে বা খেলতে চায় না। তারা আরও নানাভাবে অন্যরকম। সব শিশুরই সমাজে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা ও লেখাপড়া করার অধিকার আছে। তাদের প্রতি আমাদের যত্নবান হতে হবে।

আমাদের দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব

আমাদের দেশে নানা ধর্মের মানুষ বাস করে। এর মধ্যে প্রধান চারটি ধর্ম হলো :

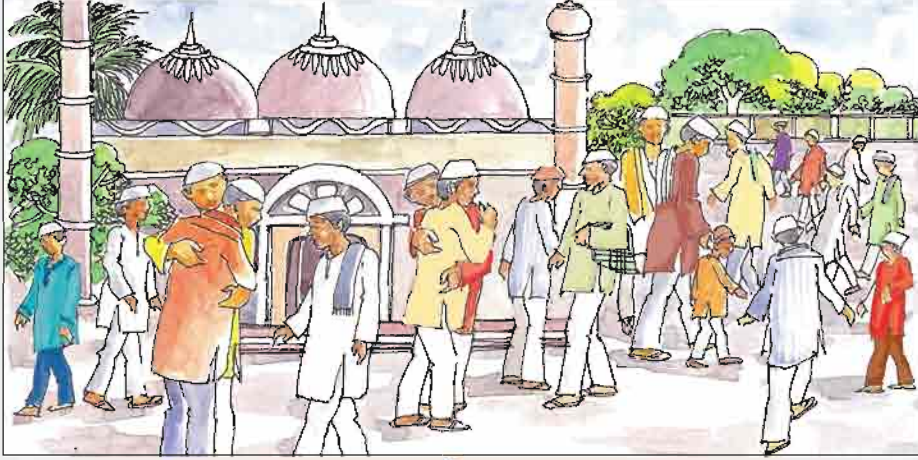
- ১) ইসলামধর্ম
- ২) হিন্দুধর্ম
- ৩) বৌদ্ধধর্ম
- ৪) খ্রিস্টধর্ম।

প্রত্যেক ধর্মের মানুষই কিছু উৎসব পালন করে। ভিন্ন ধর্মের হলেও আমরা একে অন্যের ধর্মীয় উৎসবে যোগ দিই। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ কোন কোন বড় উৎসব পালন করে তা পরের ছবিগুলোতে দেখে নিই।

বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব

মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব

ঈদ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় উৎসব। বছরে দুটি ঈদ পালন করা হয় : ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা। এ সময়ে আত্মীয়, বন্ধু সবাই মিলে শুভেচ্ছা বিনিময় করে, খাওয়া-দাওয়া করে। শিশুরা দলবেধে ঘুরে বেড়ায়, খেলাধুলা করে ও নানাভাবে আনন্দ করে। এছাড়াও মুসলমানদের আরও কয়েকটি ধর্মীয় উৎসব রয়েছে। যেমন- শব-ই-বরাত, শব-ই-কদর ও ঈদ-এ-মিলাদুন্নবি।



ঈদ

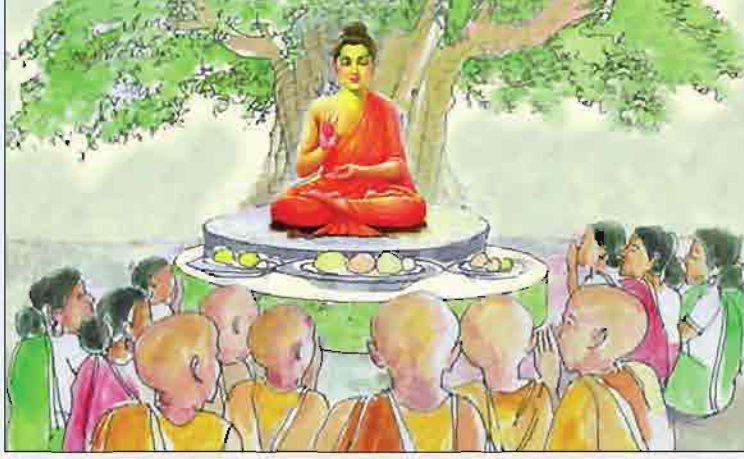


পূজা

হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব

হিন্দুধর্মে সারাবছর নানা পূজার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে প্রধান পূজাগুলো হচ্ছে দুর্গা পূজা, সরস্বতী পূজা ও লক্ষ্মী পূজা। পূজার সময় সবাই সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। এছাড়াও বিভিন্ন রকমের মিষ্টি, নাড়ু ও ফল খেয়ে থাকে। শিশুরা বন্ধুদের সাথে নানা ধরনের খেলাধুলা ও আনন্দে মেতে ওঠে।

বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব



বৌদ্ধ পূর্ণিমা

বৌদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধধর্মের প্রধান উৎসব। গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষে এই উৎসব পালন করা হয়। এই সময় বৌদ্ধধর্মের অনুসারীগণ বিশেষ প্রার্থনা করেন। শিশুরাও তাতে আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করে। মাঘী পূর্ণিমাও বৌদ্ধধর্মের একটি উৎসব।

খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উৎসব



বড়দিন

খ্রিস্টানদের প্রধান উৎসব বড়দিন। প্রতিবছর ২৫শে ডিসেম্বর যিশু খ্রিস্টের জন্মদিনে উৎসবটি পালন করা হয়। এ দিন সকলে প্রার্থনা করেন। বড়দিনে শিশুরা নানা আনন্দে মেতে উঠে। এছাড়া খ্রিস্টধর্মের মানুষ 'গুড ফ্রাইডে' ও 'ইস্টার সানডে' পালন করেন। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর রয়েছে সনাতনী কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

আমরা সবাই যার যার সমাজে অনুষ্ঠিত এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিই। সবার আনন্দগুলো ভাগ করে নিই। আমরা অন্য ধর্মের হলেও বন্ধু ও বড়দের সাথে ঐ সময়ে নানাভাবে শুভেচ্ছা বিনিময় করি। আর এভাবেই সমাজে সব ধর্মের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

আবার পড়ি

১. সমাজে বিভিন্ন ধরনের লোক একসাথে বাস করে।
২. শিশুরা বিদ্যালয়ে সবার সাথে মিলেমিশে লেখাপড়া ও খেলাধুলা করে।
৩. সমাজে বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করে।
৪. বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে সবাই শুভেচ্ছা বিনিময় ও আনন্দ করে।

পরিকল্পিত কাজ

১. বিভিন্ন ধরনের মানুষের ছবি থেকে তাদের পরিচয়ের তালিকা তৈরি করবে।
২. শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের ছবি সংগ্রহ করবে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১.১ পরিবারে আমরা কাদের সাথে থাকি ?

- | | |
|---------------------|--------------|
| ক. সহপাঠী | খ. বন্ধু |
| গ. মা-বাবা, ভাই-বোন | ঘ. প্রতিবেশী |

১.২ সমাজে নানা ধরনের মানুষের সাথে আমরা কীভাবে বাস করি ?

- | | |
|--------------|-------------|
| ক. আলাদাভাবে | খ. দলবেধে |
| গ. ধর্মভেদে | ঘ. মিলেমিশে |

১.৩ আমাদের দেশে প্রধান ধর্ম কয়টি ?

- ক. তিনটি খ. চারটি
গ. পাঁচটি ঘ. ছয়টি

১.৪ মাঘী পূর্ণিমা কোন ধর্মের উৎসব ?

- ক. হিন্দুধর্ম খ. খ্রিষ্টধর্ম
গ. বৌদ্ধধর্ম ঘ. ইসলামধর্ম

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. আমাদের সমাজে বিভিন্ন বয়স, ————— পেশার মানুষ রয়েছে।
খ. বিদ্যালয়ে আমরা একসাথে ————— লেখাপড়া ও খেলাধুলা করি।
গ. বিভিন্ন ————— হলেও আমরা একে অন্যের ধর্মীয় উৎসবে যোগ দিই।
ঘ. বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে আমরা সবার ————— ভাগ করে নিই।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. আমাদের সমাজে নারী, পুরুষ	আমাদের সমাজটা সুন্দর
খ. আমাদের সমাজে বাঙালি ছাড়াও	আনন্দে মেতে ওঠে
গ. মিলেমিশে থাকি বলেই	ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠী বাস করে
ঘ. ধর্মীয় উৎসবে শিশুরা বন্ধুদের সাথে	সবাইকে শ্রদ্ধা করি
	ধনী, দরিদ্র একসাথে বাস করি

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

- ক. সহপাঠীদের মধ্যে কী কী ভিন্নতা থাকতে পারে ?
খ. সহপাঠীরা কীভাবে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে ?
গ. তোমার ধর্মীয় উৎসবগুলোর নাম লিখ।
ঘ. ধর্মীয় উৎসবে আমরা বন্ধুদের সাথে কীভাবে আনন্দ করি ?

তৃতীয় অধ্যায় আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব

আমরা শিশু। ধীরে ধীরে একদিন বড় হব। লেখাপড়া শিখে উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠব। পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করব। এজন্য আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হবে।

সমাজে সবার বেঁচে থাকার অধিকার আছে। এজন্য কিছু অধিকার পূরণ হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। জীবনকে ভালোভাবে গড়ার জন্য দরকার খাদ্য, পোশাক, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান। এগুলো সব মানুষের মৌলিক অধিকার। এছাড়াও শিশুদের রয়েছে নিরাপত্তাসহ কয়েকটি বিশেষ অধিকার। নিচের চিত্রে শিশুদের কয়েকটি অধিকার জানি।



খাদ্যের অধিকার



বস্ত্রের অধিকার



শিক্ষা লাভের অধিকার



বাসস্থানের অধিকার

আমাদের
অধিকার



নিরাপত্তা লাভের অধিকার



চিকিৎসার অধিকার

শিশু হিসেবে আমাদের অধিকার

শিশু হিসেবে আমাদের কতগুলো বিশেষ অধিকার আছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো :

- ❑ জন্ম নিবন্ধনের অধিকার
- ❑ একটি নাম পাওয়ার অধিকার
- ❑ স্নেহ ও ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার
- ❑ পুষ্টি ও চিকিৎসার অধিকার
- ❑ খেলাধুলা ও বিনোদনের অধিকার
- ❑ শিক্ষার অধিকার
- ❑ মেয়ে ও ছেলে শিশুর সমান সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার



পৃথিবীর সব দেশের শিশুদের এ অধিকারগুলো আছে। সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার জন্য এসব অধিকার পূরণ হওয়া খুবই প্রয়োজন। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো শিশু অধিকারগুলো পূরণ করা। প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্বের সকল দেশে বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়।

আমরা যেন আমাদের অধিকারগুলো পাই সে বিষয়ে সচেতন থাকব। অধিকারগুলো কাছে লাগিয়ে নিজেদের জীবনকে ভালোভাবে গড়ে তুলব। শিশু হিসেবে এটি আমাদের দায়িত্ব। এজন্য আমরা ঠিকমতো বিদ্যালয়ে যাব। মন দিয়ে লেখাপড়া করব। নিজের শরীরের যত্ন নিব। সাবধানে পথ চলব। নিজেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করব। আমরা শধু নিজেরা এসব অধিকার পেলে হবে না। সমাজে সব শিশুর অধিকারকে আমরা গুরুত্ব দিব।

পরিবারে আমাদের অধিকার

আমরা পরিবারে বাস করি। পরিবারে বড় হই। পরিবার থেকে আমরা অনেকগুলো অধিকার পাই। যেমন- পরিবার থেকে একটা নাম পাই। আদর-স্নেহ পাই। পরিবার থেকে আমরা এ ধরনের আরও অনেক অধিকার পাই। নিচের ছকে পরিবার থেকে পাওয়া অধিকারগুলোর একটি তালিকা তৈরি করি।

পরিবারে শিশু হিসেবে আমার অধিকার	
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	

পরিবারে ভাই-বোন সবার সমান অধিকার আছে। পরিবারে কারো হয়ত শারীরিক বা মানসিক সমস্যা থাকতে পারে। তাদেরও এসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে।

পরিবারে শিশুর দায়িত্ব

পরিবারে যেমন আমাদের অনেক অধিকার আছে তেমনি কিছু দায়িত্বও আছে। পরিবারের প্রতি আমাদের কয়েকটি দায়িত্ব হলো।

পরিবারের প্রতি আমাদের দায়িত্ব
১. পরিবারের নিয়মকানুন মেনে চলা।
২. মা-বাবা এবং বড়দের শ্রদ্ধা করা।
৩. পরিবারে কারো অসুখ হলে সেবাযত্ন করা।
৪. মা-বাবা ও অন্যদের পরিবারের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা।
৫. বড় ভাই-বোনকে সম্মান করা এবং ছোটদের স্নেহ ও আদর করা।

পরিবারের প্রতি আমাদের এ দায়িত্বগুলো ভালোভাবে পালন করতে হবে। তবেই আমরা আমাদের অধিকারগুলো ভোগ করতে পারব।

আবার পড়ি

১. মানুষের কয়েকটি মৌলিক অধিকার আছে।
২. শিশুদের কিছু বিশেষ অধিকার আছে।
৩. পরিবার থেকে আমরা বিভিন্ন অধিকার ভোগ করি। পরিবারের প্রতি আমাদের বিভিন্ন দায়িত্ব আছে।
৪. আমরা আমাদের অধিকার ও দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকব।

পরিকল্পিত কাজ

১. শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিশুদের মৌলিক ও বিশেষ অধিকারের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে প্রদর্শন করা।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১.১ কোনটি শিশু অধিকার ?

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ক. জন্ম নিবন্ধন | খ. নিয়ম মানা |
| গ. বড়দের শ্রদ্ধা করা | ঘ. অসুখে সেবা করা |

১.২ খাদ্যের অধিকার কী ধরনের অধিকার ?

- | | |
|-----------------|---------------------|
| ক. শিশু অধিকার | খ. পারিবারিক অধিকার |
| গ. মৌলিক অধিকার | ঘ. ব্যক্তির অধিকার |

১.৩ পরিবারের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কোনটি ?

- | | |
|-----------------|------------------------|
| ক. খেলাধুলা করা | খ. নিয়মকানুন মেনে চলা |
| গ. লেখাপড়া করা | ঘ. জন্ম নিবন্ধন করা |

১.৪ প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার কী পালন করা হয় ?

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| ক. বিশ্ব মা দিবস | খ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস |
| গ. বিশ্ব শিশু দিবস | ঘ. আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস |

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. অধিকার ভোগের পাশাপাশি পরিবারের প্রতি আমাদের কিছু _____ আছে।
- খ. পরিবারে সব শিশুদের _____ অধিকার আছে।
- গ. নিরাপত্তার অধিকার শিশুর একটি _____ অধিকার।
- ঘ. মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করা শিশুর একটি _____।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. শিশুর জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলে	পরিবারে
খ. চিকিৎসার অধিকার	শিশুদের দায়িত্ব
গ. আমরা বড় হই	শিশু অধিকার
ঘ. বড়দের সম্মান ও ছোটদের আদর করা	মৌলিক অধিকার
	মানবাধিকার

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

- ক. মৌলিক অধিকার কাকে বলে ? শিশুর দুটি মৌলিক অধিকার লিখ।
- খ. শিশুর তিনটি বিশেষ অধিকার লিখ। এগুলো না পেলে কী হবে ?
- গ. পরিবার থেকে আমরা কী অধিকার পাই ?
- ঘ. পরিবারের প্রতি শিশুর কর্তব্যের একটি তালিকা তৈরি কর।
- ঙ. শিশু অধিকারগুলো প্রয়োজন কেন ?

চতুর্থ অধ্যায় সমাজের বিভিন্ন পেশা

সমাজে নানা রকম কাজের প্রয়োজন রয়েছে। যে কাজ করে মানুষ অর্থ আয় করে তাকে পেশা বলে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন। শহরেও অনেক মানুষ বাস করেন। গ্রাম ও শহরের মানুষ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। এখন আমরা কয়েকটি পেশার কথা জানব।

কৃষক

বাংলাদেশে গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজ করেন। এ পেশার মানুষকে কৃষক বলে। কৃষক ধান, পাট, গম ইত্যাদি ফসল চাষ করেন। এছাড়া তারা পটল, বেগুন, টমেটো, মূলা, গাজর ইত্যাদি সবজি উৎপাদন করেন। আমরা নানা রকম খাদ্য খাই। এর সবই কৃষক উৎপাদন করেন।



কৃষক ধান মাড়াই করছেন



জেলে জাল দিয়ে মাছ ধরছেন

জেলে

জেলে খালবিল, হাওর-বাঁগড়, নদী ও সাগরে জাল নিয়ে মাছ ধরেন। মাছ আমাদের প্রিয় খাবার। আমরা জেলেদের কাছ থেকে মাছ পাই।

তাঁতি

আমরা রং-বেরং এর পোশাক পরি। নতুন পোশাক পরে আমরা আনন্দ পাই। কাপড় দিয়ে তৈরি হয় পোশাক। তাঁতি সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি করেন।



তাঁতি কাপড় বুনছেন



কামার দা তৈরি করছেন

কামার

কামার দা, বাটি, ছুরি, কাঁচি, নিড়ানি, লাঙল ইত্যাদি তৈরি করেন। মানুষ নানা কাজে এগুলো ব্যবহার করে।

কুমার

কুমার মাটি দিয়ে হাঁড়ি, পাতিল, কলস, টব ইত্যাদি তৈরি করেন। এগুলো আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি।



কুমার কলস বানাচ্ছেন



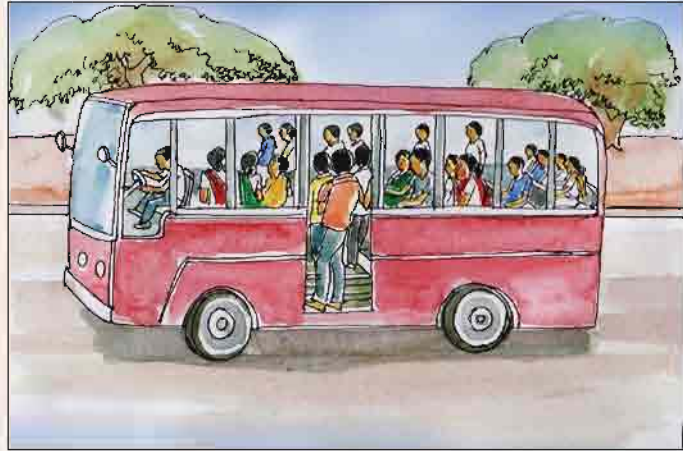
দর্জি পোশাক তৈরি করছেন

দর্জি

দর্জি কাপড় দিয়ে নানা রকম পোশাক তৈরি করেন। সকলে এসব পোশাক পরে। আমরা উৎসব অনুষ্ঠানে নতুন পোশাক পরে আনন্দ পাই।

গাড়িচালক

গাড়িচালক বাস, ট্রাক, টেক্সি, স্কুটার প্রভৃতি গাড়ি চালান। গাড়িতে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া-আসা করি। মানুষ গাড়িতে নানা রকম মালপত্র আনা-নেওয়া করে।



চালক বাস চালাচ্ছেন



রিকশাচালক রিকশা চালাচ্ছেন

রিকশাচালক

রিকশাচালক রিকশা চালিয়ে মানুষকে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেন। তারা রিকশায় মালপত্র আনা-নেওয়া করেন। এতে সকলের অনেক সুবিধা হয়।

শিক্ষক

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া শেখান। তাঁরা খেলাধুলা করান। নাচ-গান শেখান।



শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক পড়াচ্ছেন



রাজমিস্ত্রি বাড়ি তৈরি করছেন

রাজমিস্ত্রি

রাজমিস্ত্রি ইট, সিমেন্ট, বালু, লোহার রড ইত্যাদি দিয়ে ঘর-বাড়ি তৈরি করেন। ঘর-বাড়িতে আমরা বসবাস করি।

ফেরিওয়ালা

ফেরিওয়ালা বিভিন্ন জিনিসপত্র পাড়া বা মহল্লায় নিয়ে বিক্রি করেন। এতে আমরা সহজে হাতের কাছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাই।



ফেরিওয়ালা বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রি করছেন

চিকিৎসক

আমাদের অনেক সময় অসুখ-বিসুখ হয়। চিকিৎসক বা ডাক্তার আমাদের চিকিৎসা করেন। এছাড়া তাঁরা রোগ-ব্যধি নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা করেন।



চিকিৎসক রোগী দেখছেন



নার্স রোগীর সেবা করছেন

নার্স

অসুখ হলে মানুষ হাসপাতালে যায়। অনেক সময় হাসপাতালে ভর্তি হয়। নার্স হাসপাতালে রোগীদের সেবা করেন। তারা রোগীদের ওষুধ ও পথ্য খাওয়ান। ডাক্তারের কাজে সাহায্য করেন।

এছাড়াও আমাদের সমাজে নানা পেশার মানুষ আছেন। সমাজে প্রত্যেক পেশাই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বিভিন্ন পেশার মানুষের ওপর নির্ভরশীল। তাঁরা আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। আমরা সকল পেশার মানুষকে সম্মান করব।

আবার পাড়ি

১. আমরা নানা রকম খাদ্য খাই। এর অধিকাংশ কৃষক উৎপাদন করেন।
২. মাছ আমাদের প্রিয় খাবার। আমরা জেলেদের কাছ থেকে মাছ পাই।
৩. দর্জি পোশাক তৈরি করেন। আমরা উৎসব-অনুষ্ঠানে নতুন পোশাক পরে আনন্দ পাই।
৪. গাড়িচালক নানা রকম গাড়ি চালান। গাড়িতে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া-আসা করি।
৫. ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে আমরা সহজে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাই।
৬. শিক্ষক আমাদের লেখাপড়া শেখান।
৭. চিকিৎসক রোগ-ব্যাধিতে মানুষের চিকিৎসা করেন।
৮. নার্স রোগীদের সেবা-যত্ন করেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. শিক্ষার্থীরা এসব পেশা বাদে তাদের দেখা আরও পাঁচটি পেশার তালিকা তৈরি করবে।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১.১ ফসল ও সবজি চাষ করেন কে ?

- | | |
|----------|----------|
| ক. কৃষক | খ. তাঁতি |
| গ. কামার | ঘ. কুমার |

১.২ আমাদের পোশাক তৈরি করেন কে ?

- | | |
|------------|----------|
| ক. নার্স | খ. দর্জি |
| গ. চিকিৎসক | গ. তাঁতি |

১.৩ জেলে কী কাজ করেন ?

- | | |
|----------------------|--------------------|
| ক. মাছ ধরেন | খ. কাপড় বুনেন |
| গ. দা, বটি তৈরি করেন | ঘ. পোশাক তৈরি করেন |

১.৪ সেবিকা কোথায় কাজ করেন ?

- | | |
|--------------|-----------|
| ক. কারখানায় | খ. দোকানে |
| গ. হাসপাতালে | ঘ. হোটেলে |

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. যে কাজ করে মানুষ অর্থ আয় করে তাকে _____ বলে।
খ. বাংলাদেশের গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ _____ কাজ করেন।
গ. তাঁতি _____ দিয়ে কাপড় তৈরি করেন।
ঘ. আমরা সকল পেশার মানুষকে _____ করব।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. মাটি দিয়ে হাড়ি কলস তৈরি করেন।	কৃষক
খ. রোগীকে ওষুধ ও পথ্য খাওয়ান।	কুমার
গ. ফসল ও সবজি চাষ করেন।	রাজমিস্ত্রি
ঘ. ইট, সিমেন্ট দিয়ে বাড়ি তৈরি করেন।	নার্স
	জেলে

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

- ক. পেশা কাকে বলে ?
খ. বাংলাদেশের পাঁচটি পেশার নাম লেখ।
গ. আমাদের খাদ্যের জন্য কৃষক কী কী চাষ করেন ?
ঘ. তাঁতি কী কাজ করেন ?
ঙ. চিকিৎসক আমাদের জন্য কী করেন ?
চ. শিক্ষক আমাদের জন্য কী করেন ?
ছ. সব পেশার মানুষকে আমরা সম্মান করব কেন ?

পঞ্চম অধ্যায় মানুষের গুণ

মানুষের কিছু গুণ থাকে। এই গুণগুলোর জন্যই মানুষ অন্য প্রাণী থেকে আলাদা। এখন আমরা মানুষের এই গুণগুলো সম্পর্কে জানব। একটা গল্প দিয়ে শুরু করা যাক।

নাসিমা আক্তার তার ছেলে রাজুকে নিয়ে স্কুলে এসেছেন। আজ তার ছেলের প্রিয় শিক্ষক জালাল স্যারের বিদায় অনুষ্ঠান।

প্রধান শিক্ষক তাঁর বক্তব্যে বলেছেন – “জালাল স্যারের মতো সৎ ও ভালো মানুষের আজ আমাদের খুবই প্রয়োজন।”

রাজু মাকে আস্তে করে প্রশ্ন করে – “ভালো মানুষ কারা?”

মা উত্তর করলেন “ভালো মানুষ হলো তারা যারা সবার সাথে ভালো ব্যবহার করেন। কারোর ক্ষতি করেন না। সত্য কথা বলেন, বড়দের সম্মান করেন, ছোট-বড় সবাইকে ভালোবাসেন, নিয়ম মেনে চলেন। কোনো মানুষকে কথা দিলে তা রাখেন। তাঁরা ভালো মানুষ। ভালো মানুষকে সমাজের সকলেই পছন্দ করে। যেমন– তুমি তোমার জালাল স্যারকে পছন্দ কর। তুমিও যদি এই গুণগুলো মেনে চলো তাহলে লোকে তোমাকেও ভালো মানুষ বলবে, পছন্দ করবে।”

এবার উপরের গল্প থেকে মানুষের কয়েকটি বিশেষ গুণ জেনে নিই :

নীতিবান মানুষ

- * সত্য কথা বলেন।
- * বড়দের সম্মান করেন।
- * ছোটদের স্নেহ করেন।
- * অন্যদের সহযোগিতা করেন।
- * সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করেন।

ভালো মানুষের এ ধরনের গুণগুলোকে বলে নৈতিক গুণাবলি। এগুলো ছাড়াও ভালো মানুষের আরও অনেক গুণ আছে।

নিচের ছকে কয়েকটি নৈতিক গুণের একটি তালিকা তৈরি করি।

নৈতিক গুণের তালিকা	
১.	
২.	
৩.	
৪.	

ভালো কাজ ও মন্দ কাজ

আমরা সবসময় ভালো কাজ করব। কখনো মিথ্যা বলব না। কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করব না। কাউকে ঠকাব না। বড়দের সবসময় সম্মান করব। অন্যকে সাহায্য করব। ছোট-বড় সবাইকে ভালোবাসব। সবাইকে সমান চোখে দেখব। মিথ্যা বলা, কটু কথা বলা, ঝগড়া করা, মানুষকে অসম্মান করা, কাউকে হেয় করা ইত্যাদি মন্দ কাজ। এসব কাজ আমরা করব না।

ছবি দেখে শিখি

নিচে আমরা একটি ভালো কাজের ছবি দেখি।



ভালো কাজ

আমরা ভালো কাজ করব। খারাপ কাজ করব না।

আবার পড়ি

১. মানুষের কিছু ভালো গুণকে নৈতিক গুণাবলি বলে।
২. ভালো কাজ : সত্য কথা বলা, অন্যের উপকার করা, বড়দের সম্মান করা, ছোট-বড় সবাইকে ভালোবাসা, নিয়ম মেনে চলা।
৩. আমরা সবসময় ভালো কাজ করব। ভালো মানুষ হব।

পরিকল্পিত কাজ

১. ভালো কাজের তালিকা তৈরি।
গত সাত দিনে আমি যে সব ভালো কাজ করেছি নিচের ছকে তা লিখি।

ভালো কাজ	
১.	
২.	
৩.	
৪.	

২. ভালো ও মন্দ কাজের ভূমিকাভিনয়।
শ্রেণিকক্ষে একজন সহপাঠী হঠাৎ পড়ে গেল। তার বই-খাতা সব চারিদিকে ছিটিয়ে পড়ল। আরেকজন সহপাঠী তা দেখে হাসছে। তখন অন্য একজন সহপাঠী তাকে উঠতে সাহায্য করল এবং তার বই-খাতা গুছিয়ে দিল।
এরকম ঘটনাবলি নিয়ে আরও ভূমিকাভিনয় করতে হবে।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও।
 - ১.১ নিচের কোনটি ভালো মানুষের গুণ ?

ক. মিথ্যা বলা	খ. ঝগড়া করা
গ. মারামারি করা	ঘ. সত্য বলা

১.২ প্রয়োজনে অপরকে সাহায্য করা কী ধরনের কাজ ?

ক. ভালো কাজ

খ. মন্দ কাজ

গ. অনুচিত কাজ

ঘ. অপ্রয়োজনীয় কাজ

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. ভালো মানুষকে সমাজের সকলেই _____ করে।

খ. আমরা সবসময় বড়দের _____ করব।

গ. প্রয়োজনে অন্যকে _____ করার চেষ্টা করব।

ঘ. আমরা সবসময় _____ কাজ করব।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. অন্যের সাথে ঝগড়া, মারামারি করা	নীতিবান না
খ. যে ভালো কাজ করে	বড়দের
গ. সবসময় সম্মান করা উচিত	মন্দ কাজ
ঘ. সবাইকে সমান চোখে দেখা	নীতিবান
	ভালো কাজ

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. নীতিবান কাকে বলে ?

খ. আমরা কেন ভালো মানুষ হব ?

গ. কী কী কাজ আমরা করব না ?

ঘ. কয়েকটি নৈতিক গুণ উল্লেখ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিবার ও বিদ্যালয়ে উন্নয়নমূলক কাজ

আমরা পরিবারে বাস করি। পরিবারে মা, বাবা, ভাই, বোন থাকে। কেনো কোনো পরিবারে দাদা, দাদি, চাচা, চাচি বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন থাকে। পরিবারে সকলে একে অপরকে ভালোবাসি, স্নেহ ও শ্রদ্ধা করি।

পরিবারের সকলে প্রতিদিন নানা রকম কাজ করি। কাজগুলোর নাম নিচের ছকে লিখি।

আমাদের পরিবারে প্রতিদিনের কাজ	
১.	২.
৩.	৪.
৫.	৬.
৭.	৮.
৯.	১০.

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

পরিবারে আমরাও কিছু কাজ করতে পারি। আমাদের বই, খাতা, কলম, পেনসিল, ব্যাগ ইত্যাদি গুছিয়ে রাখব। আমাদের পোশাক সুন্দর করে সাজিয়ে রাখব। ছোট ভাই-বোনদের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখব। মা-বাবার বিভিন্ন কাজে সাহায্য করব।



শিশুরা জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছে

আমরা মা-বাবার কী কী কাজে সাহায্য করতে পারি নিচের ছকে লিখি।

১.
২.
৩.
৪.

পরিবারে দাদা, দাদি, চাচা, চাচি, বড় ভাই ও বোন এবং আরও কেউ থাকলে তাঁদের কাজেও সাহায্য করব। বাড়ি বা বাসা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব। বাড়ির আজিনায় ফল ও

ফুলের গাছ লাগাব। বাসায় টবে ফুলের গাছ লাগাব। এসব গাছের পরিচর্যা করব। আমরা সবাই পরিবারের কাজে পরস্পরকে সাহায্য করব।



শিশুরা টবে গাছের পরিচর্যা করছে

পরিবারের উন্নয়নে সকলেরই কাজ করা দরকার। নিচের ছকে এরকম কয়েকটি কাজের নাম লিখি।

পরিবারের উন্নয়নমূলক কাজ	
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	

বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজ

বিদ্যালয়ে আমরা লেখাপড়া করি। খেলাধুলা করি। পরিবারের মতো বিদ্যালয়ের উন্নয়নেও আমরা অনেক কাজ করতে পারি। আমরা শ্রেণিকক্ষের চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে রাখব। বোর্ড

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

পরিষ্কার রাখব। যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলব না। বিদ্যালয় গৃহ এবং আজিানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব। আজিানায় ফুলের গাছ লাগাব।



শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করছে

বিদ্যালয়ের উন্নয়নে আমরা করতে পারি এমন আরও কয়েকটি কাজের নাম নিচের ছকে লিখি।

বিদ্যালয়ের উন্নয়নে আমরা আরও যেসব কাজ করব	
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

আমরা শিক্ষককে নানা কাজে সাহায্য করব। তাঁর পরিচালনায় খেলাধুলা করব। খেলার মাঠ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব। খেলার মাঠের চারদিকে গাছ লাগাব। লাগানো গাছের যত্ন নেব।
বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলার সাথে অংশগ্রহণ করব।



খেলার মাঠ পরিষ্কার রাখা এবং গাছের যত্ন নেওয়া

আমরা বেশিরভাগ সময় পরিবার ও বিদ্যালয়ে কাটাই। এজন্য পরিবার ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য।

আবার পড়ি

১. পরিবারের সকলে প্রতিদিন নানা রকম কাজ করেন।
২. পরিবারের উন্নয়নে আমরাও কিছু কাজ করতে পারি।
৩. পরিবারের মতো বিদ্যালয়ের উন্নয়নেও আমরা অনেক কাজ করতে পারি।
৪. আমরা বেশিরভাগ সময় পরিবারে ও বিদ্যালয়ে কাটাই।
৫. পরিবার ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য।

পরিকল্পিত কাজ

১. শিক্ষার্থীরা পরিবারে কী কী কাজ করে তার একটি তালিকা তৈরি করবে।
২. শিক্ষার্থী নিজ বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কী কী কাজ করবে তার একটি তালিকা তৈরি করবে
ও সে অনুযায়ী বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজ করবে।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১.১ পরিবারের সকলে প্রতিদিন কী করেন ?

ক. ঘুমিয়ে থাকেন

খ. নানা রকম কাজ করেন

গ. ব্যায়াম করেন

ঘ. বেড়াতে যান

১.২ আমরা সবাই পরিবারে কী করব ?

ক. পরস্পরের কাজে সাহায্য করব

খ. প্রত্যেকে নিজের মতো কাজ করব

গ. অন্য কারোর কাজ করব না

ঘ. সকলে যার যার মতো থাকব

১.৩ আমরা বেশিরভাগ সময় কোথায় কাটাই ?

ক. খেলার মাঠে

খ. হাট-বাজারে

গ. পরিবার ও বিদ্যালয়ে

ঘ. মাঠে-ঘাটে

১.৪ পরিবার ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা আমাদের—

ক. শখ

খ. আনন্দ

গ. কষ্ট

ঘ. কর্তব্য

২। উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. আমরা _____ বাস করি।

খ. পরিবারের সকলে প্রতিদিন নানা রকম _____ করেন।

গ. আমরা শ্রেণিকক্ষের চেয়ার-টেবিল _____ রাখব।

ঘ. আমরা শিক্ষককে _____ সাহায্য করব।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. পরিবারের উন্নয়নে	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব
খ. আমাদের জিনিসপত্র	শৃঙ্খলার সাথে অংশগ্রহণ করব
গ. বিদ্যালয় গৃহ ও আজিানা	ময়লা ফেলব না
ঘ. বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে	গুছিয়ে রাখব
	সকলেরই কাজ করা প্রয়োজন

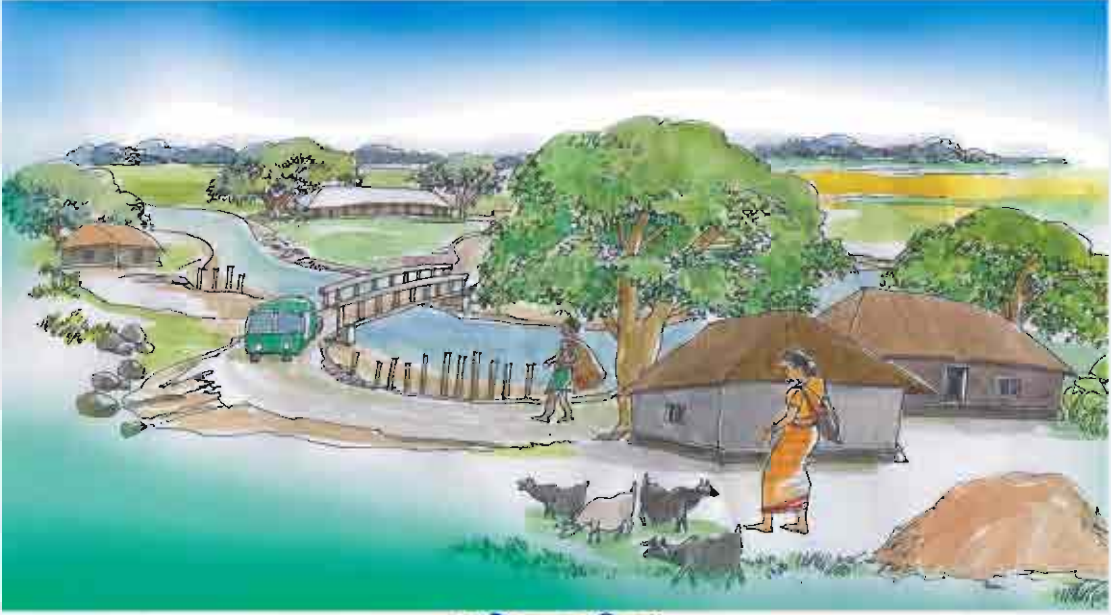
৪। অল্প কথায় উত্তর দাও।

- ক. পরিবারে কী কী কাজ থাকে ?
- খ. পরিবারে তুমি কী কী কাজ কর ?
- গ. পরিবারের উন্নয়নে তুমি কী করবে ?
- ঘ. বিদ্যালয়ের উন্নয়নে তুমি কী কী কাজ করবে ?

সপ্তম অধ্যায় পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

পরিবেশ দূষণ

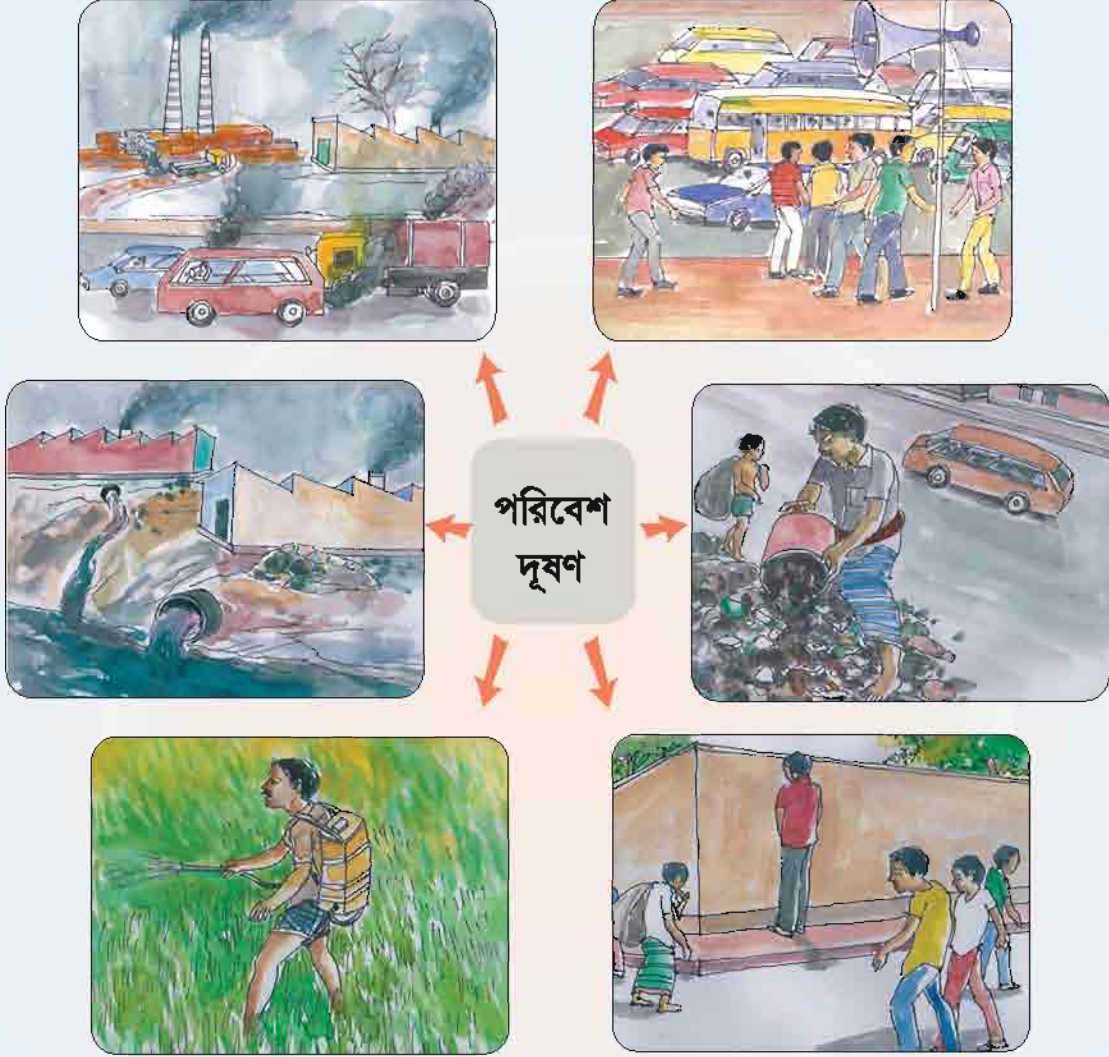
আমাদের চারপাশে যা কিছু রয়েছে সে সব নিয়েই আমাদের পরিবেশ। যেমন- গাছ, পশু, পাখি, নদীনালা, ঘর-বাড়ি। মানুষও পরিবেশের অংশ।



একটি সুন্দর পরিবেশ

সুস্থ পরিবেশ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবন সুন্দর করে। কিন্তু এ পরিবেশ নানা কারণে দূষিত হচ্ছে। মানুষ নানাভাবে পরিবেশ দূষণ করে। যেমন- কেউ কলা খেয়ে খোসা রাস্তা, খেলার মাঠ, পুকুর বা নদীতে ফেলে দেয়। যেখানে-সেখানে থুথু, কাশি ফেলে। যেখানে-সেখানে বাদামের খোসা, কাগজের টুকরা বা অন্যান্য ময়লা ও আবর্জনা ফেলে। যেখানে-সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করে। জমিতে কীটনাশক বেশি ব্যবহার করে। পলিথিন ব্যবহার করার পর মাটিতে ফেলে। কৃষি জমির কীটনাশক বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে নদী, পুকুর বা জলাশয়ে পড়ে। নদীতে, শিল্প কারখানার ময়লা ফেলে। গাড়ি, ইটের ভাটা থেকে কালো ধোঁয়া বের হয়। যানবাহন ও কলকারখানা থেকে জোরে শব্দ হয়। মাঝে মাঝে কেউ জোরে শব্দ করে মাইক বাজায়, গান শোনে ও হৈ চৈ করে। এভাবে মাটি, পানি, বায়ু ও শব্দ দূষিত হয়। আর একেই বলে পরিবেশ দূষণ।

এখন আমরা নিচের ছবিতে দেখি মানুষ কীভাবে পরিবেশ দূষণ করছে—



পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যা

পরিবেশ দূষণ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবনে নানা সমস্যা তৈরি করছে। পরিবেশ দূষণের কারণে বিভিন্ন প্রাণী যেমন— পশু, পাখি, মাছ, গাছ ইত্যাদি নষ্ট হচ্ছে। মানুষের বিভিন্ন রকমের রোগ-ব্যাদি হচ্ছে। যেখানে-সেখানে আবর্জনা থাকলে দুর্গন্ধ ছড়ায়। বাড়ি বা বিদ্যালয়ের আশেপাশে আবর্জনা বা অপরিষ্কার ডোবা থাকলে মশা-মাছি হয়। তা থেকে নানা রোগজীবাণু ছড়ায়। পানি দূষিত হলে ডায়রিয়া, জন্ডিস হয়। দূষিত বায়ুর কারণে আমাদের

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। জ্বরে শব্দ হলে শুনতে সমস্যা হয়। আমরা খাদ্যের জন্য কৃষির ওপর নির্ভর করি। কৃষির ফসল কম হলে খাদ্য সমস্যা হয়। মাটি দূষণের ফলে জমিতে ফসল কম হয়। গাছপালা মারা যায়। তাই পরিবেশ দূষণ আমাদের জন্য ক্ষতিকর। এটি দেশের একটি বড় সমস্যা।

পরিবেশ দূষিত হলে কী কী সমস্যা হয় তা নিচের ছকে লিখি।

পরিবেশ দূষণ	ফলাফল
পানি	
মাটি	
বায়ু	
শব্দ	

বসবাসের অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশ

নিচের ছবি দুটি ভালো করে লক্ষ করি



স্বাভাবিক পরিবেশে শিশুরা খেলা করছে



নোংরা পরিবেশে শিশুরা খেলা করছে

এখানে দেখা যাচ্ছে সুন্দর পরিবেশে শিশুরা খেলা করছে। অন্য ছবিটিতে দূষিত পরিবেশে শিশুরা খেলা করছে যার পাশে রয়েছে আবর্জনা। চিন্তা করে দেখি কোন পরিবেশটা ভালো ও কেন।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

পরিবেশ দূষণ হলে কত রকমের সমস্যা হয় তা আমরা জানলাম। তাহলে আমাদের কাজ হবে পরিবেশ যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা। আমরা নিজেদের চারপাশের পরিবেশ কীভাবে সুন্দর রাখতে পারি তা দেখে নিই।



শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলছে

পুকুর, নদী, খাল বা অন্যান্য জায়গায় ময়লা আবর্জনা ফেলব না। সবসময় নির্দিষ্ট জায়গায় আবর্জনা ফেলব। বাড়ি, রাস্তাঘাট, খেলার মাঠ পরিষ্কার রাখব। যেখানে-সেখানে খুঁধু, কাশি ফেলব না ও মলমুত্র ত্যাগ করব না।



শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের মাঠ পরিষ্কার করছে

আবার পড়ি

১. আমাদের পরিবেশ নানা কারণে দূষিত হচ্ছে।
২. মানুষ নানাভাবে পরিবেশ দূষণ করছে।
৩. পানি, মাটি, বায়ু ও শব্দ দূষণের কারণে অনেক সমস্যা হয়।
৪. সবাই মিলে আমাদের পরিবেশকে সুন্দর রাখব।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষকদের সহায়তায় শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করবে।
- শিক্ষার্থীরা নিজ এলাকায় পরিবেশ দূষণের সামাজিক কারণের তালিকা তৈরি করবে।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১.১ কৃষি জমির পরিবেশ কীভাবে নষ্ট হয় ?

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| ক. গাছ কেটে ফেললে | খ. জমি ভরাট করলে |
| গ. গোবর সার দিলে | ঘ. কীটনাশক ব্যবহার করলে |

১.২ আমরা কোথায় আবর্জনা ফেলব ?

- | | |
|---------------------|-----------|
| ক. রাস্তায় | খ. পুকুরে |
| গ. নির্দিষ্ট স্থানে | ঘ. উঠানে |

১.৩ পানি দূষণের কারণে কী রোগ হয় ?

- | | |
|------------|----------------------|
| ক. জ্বর | খ. ডায়রিয়া, জন্ডিস |
| গ. চর্মরোগ | ঘ. সর্দি, কাশি |

১.৪ বাতাস দূষিত হলে কী সমস্যা হয় ?

- | | |
|--------------|------------|
| ক. কম শোনা | খ. কম দেখা |
| গ. শ্বাসকষ্ট | ঘ. জ্বর |

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. আমাদের চারপাশের পরিবেশ _____ দূষিত হচ্ছে।
খ. গাড়ি, কলকারখানা, ইটের ভাটা থেকে _____ বের হয়।
গ. পরিবেশ দূষণের কারণে মানুষের বিভিন্ন রকমের _____ হচ্ছে।
ঘ. আমরা যেখানে-সেখানে _____ ত্যাগ করব না।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

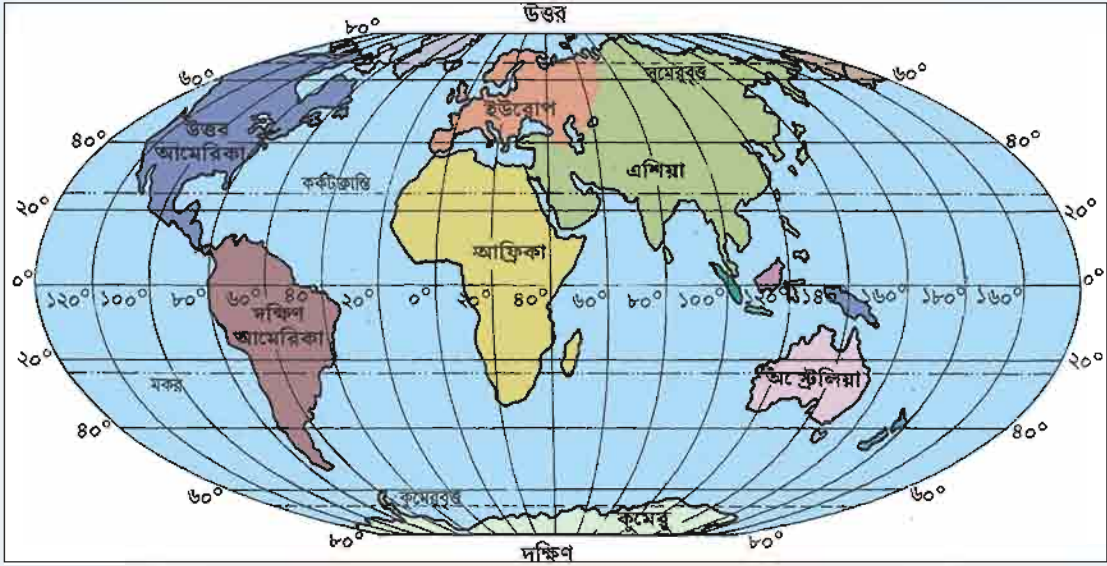
ক. সুস্থ পরিবেশ	নদী, পুকুর বা জলাশয়ে পড়ে
খ. কৃষি জমির কীটনাশক বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে	আবর্জনা ফেলব না
গ. বাড়ি বা বিদ্যালয়ের আশেপাশে আবর্জনা বা অপরিষ্কার ডোবা থাকলে	আবর্জনা ফেলব
ঘ. পুকুর, নদী, খাল বা অন্যান্য জায়গায় ময়লা	মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবন সুন্দর করে মশা-মাছি হয়।

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

- ক. পরিবেশ দূষণ কাকে বলে ?
- খ. কী কারণে পানি দূষিত হয় ?
- গ. পরিবেশ দূষণে কৃষির কী ক্ষতি হয় ?
- ঘ. পরিবেশ দূষণের কারণে কী কী রোগ হয় ?
- ঙ. আমরা কীভাবে আমাদের বাড়ি ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর রাখতে পারি ?

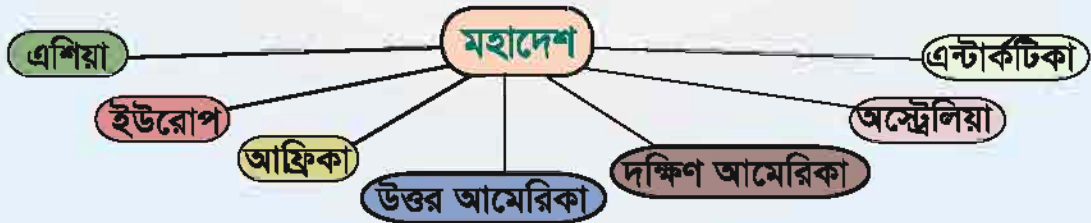
অষ্টম অধ্যায় মহাদেশ ও মহাসাগর

আমরা পৃথিবীতে বাস করি। পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ। এটি দেখতে গোলাকার। পৃথিবীর উপরিভাগে আছে স্থলভাগ ও জলভাগ। স্থলভাগ সমভূমি, পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। আর জলভাগে আছে শুধু পানি। পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ হলো স্থলভাগ। বাকি তিন ভাগ পানি।



মহাদেশ

পৃথিবীর স্থলভাগকে সাতটি বড় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক একটি ভাগকে বলে মহাদেশ। পৃথিবীতে সাতটি মহাদেশ আছে।



প্রতিটি মহাদেশকে আবার বিভিন্ন দেশে বিভক্ত করা হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ হলো এশিয়া। সবচেয়ে ছোটটি হলো অস্ট্রেলিয়া। অনেকে এটাকে বলে ওশানিয়া।

মহাসাগর

পৃথিবীর এক একটি বিশাল জলভাগকে বলে মহাসাগর। পৃথিবীতে মোট পাঁচটি মহাসাগর আছে। এগুলো হলো



প্রশান্ত মহাসাগর হলো সবচেয়ে বড়। আর সবচেয়ে ছোট মহাসাগরটি হলো আর্কটিক।

মানচিত্রে মহাদেশ ও মহাসাগর

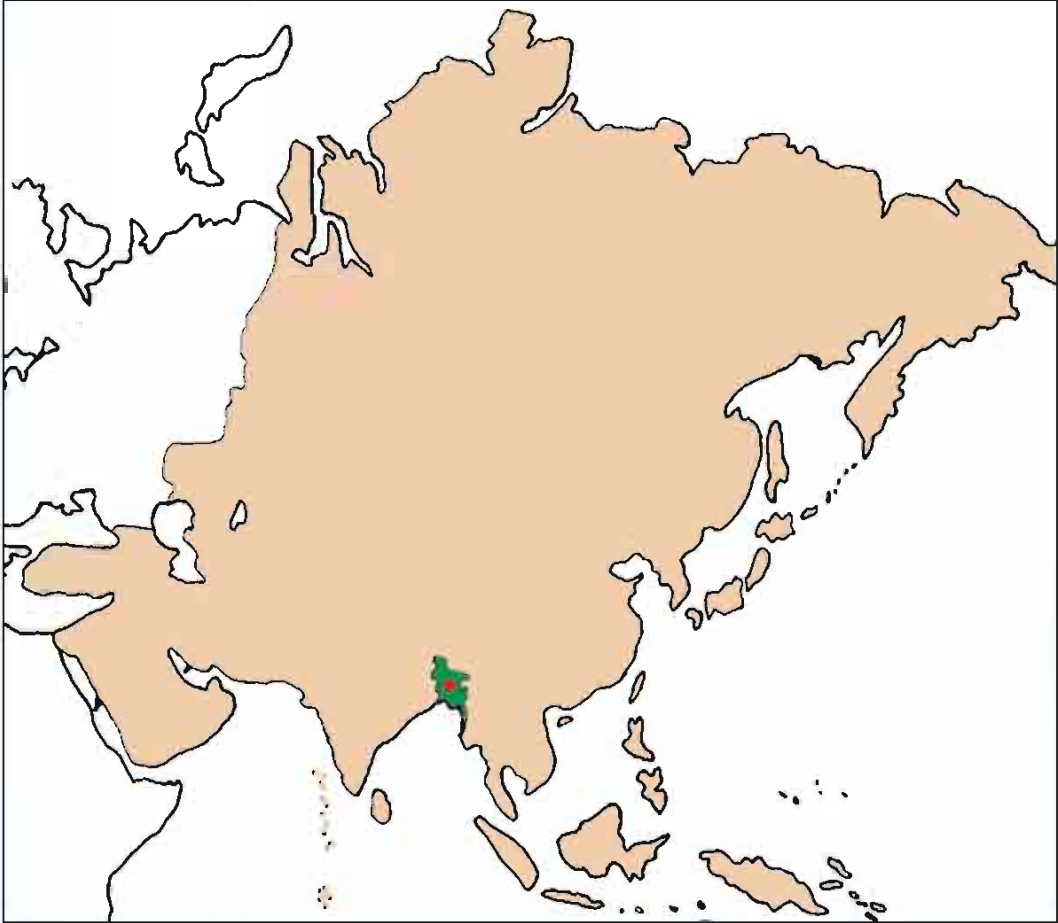
মহাদেশ ও মহাসাগরগুলো পৃথিবীর কোথায় অবস্থিত তা মানচিত্রে দেখি ও ছকটি পূরণ করি।



সবচেয়ে উত্তরের মহাসাগর	
সবচেয়ে দক্ষিণের মহাসাগর	
এশিয়ার পার্শ্ববর্তী মহাদেশ	
সবচেয়ে দক্ষিণের মহাদেশ	
আফ্রিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মাঝখানে অবস্থিত মহাসাগর	

মানচিত্রে বাংলাদেশ

মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশের নিচের দিকে আমরা লাল-সবুজ রঙের একটি ছোট দেশ দেখতে পাচ্ছি। দেশটি হলো আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।



এশিয়ার মানচিত্রে বাংলাদেশ

আবার পড়ি

১. পৃথিবীতে সাতটি মহাদেশ ও পাঁচটি মহাসাগর আছে।
২. বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত।

পরিকল্পিত কাজ

১. নিচে দেওয়া তালিকা থেকে মহাদেশ ও মহাসাগরের নামের দুটি পৃথক তালিকা তৈরি কর।

এন্টার্কটিকা, প্রশান্ত, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, আটলান্টিক, আফ্রিকা,
উত্তর আমেরিকা, আর্কটিক।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১.১ পৃথিবীর কত ভাগ পানি?

ক. চার ভাগের এক ভাগ

খ. চার ভাগের তিন ভাগ

গ. পাঁচ ভাগের তিন ভাগ

ঘ. পাঁচ ভাগের এক ভাগ

১.২ পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষিণে কোন মহাদেশ অবস্থিত?

ক. এশিয়া

খ. দক্ষিণ আমেরিকা

গ. এন্টার্কটিকা

ঘ. আফ্রিকা

১.৩ ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের পাশে কোন মহাদেশ অবস্থিত?

ক. এন্টার্কটিকা

খ. এশিয়া

গ. উত্তর আমেরিকা

ঘ. অস্ট্রেলিয়া

১.৪ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মাঝে কোন মহাসাগর অবস্থিত?

ক. প্রশান্ত

খ. উত্তর

গ. ভারত

ঘ. দক্ষিণ

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. পৃথিবীতে _____ মহাদেশ আছে।

খ. এশিয়া পৃথিবীর _____ মহাদেশ।

গ. বাংলাদেশ _____ মহাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত।

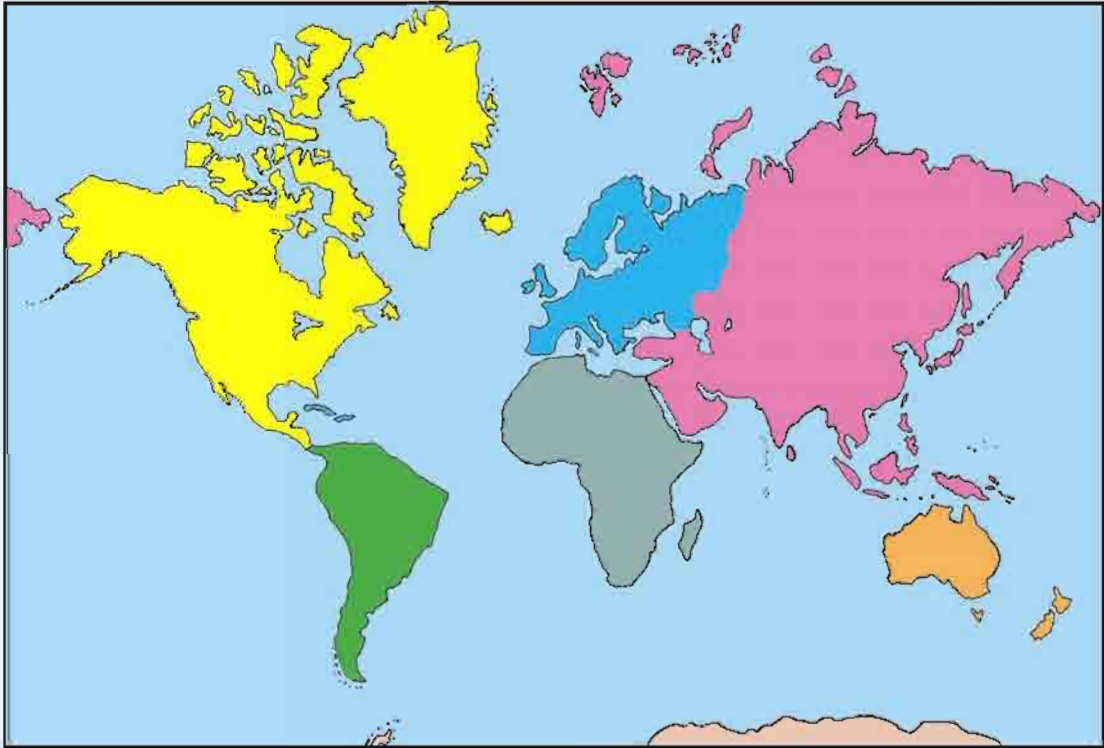
ঘ. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাসাগর _____।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ	দেশে
খ. সবচেয়ে ছোট মহাদেশ	স্থলভাগ
গ. মহাদেশের সংখ্যা	মহাদেশ
ঘ. বিশাল জলরাশি	মহাসাগর
ঙ. মহাদেশকে ভাগ করা হয়েছে	সাত
	এন্টার্কটিকা

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

- পৃথিবীতে কয়টি মহাদেশ আছে ও কী কী?
- পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর নাম কী?
- বাংলাদেশ কোন মহাদেশের কোন দিকে অবস্থিত?
- পৃথিবীতে আমেরিকা নামের কয়টি মহাদেশ আছে ও কী কী?
- আটলান্টিক মহাসাগর কোন কোন মহাদেশের মাঝখানে অবস্থিত?
- নিচের মানচিত্রে মহাদেশ ও মহাসাগরগুলোর নাম লিখ।

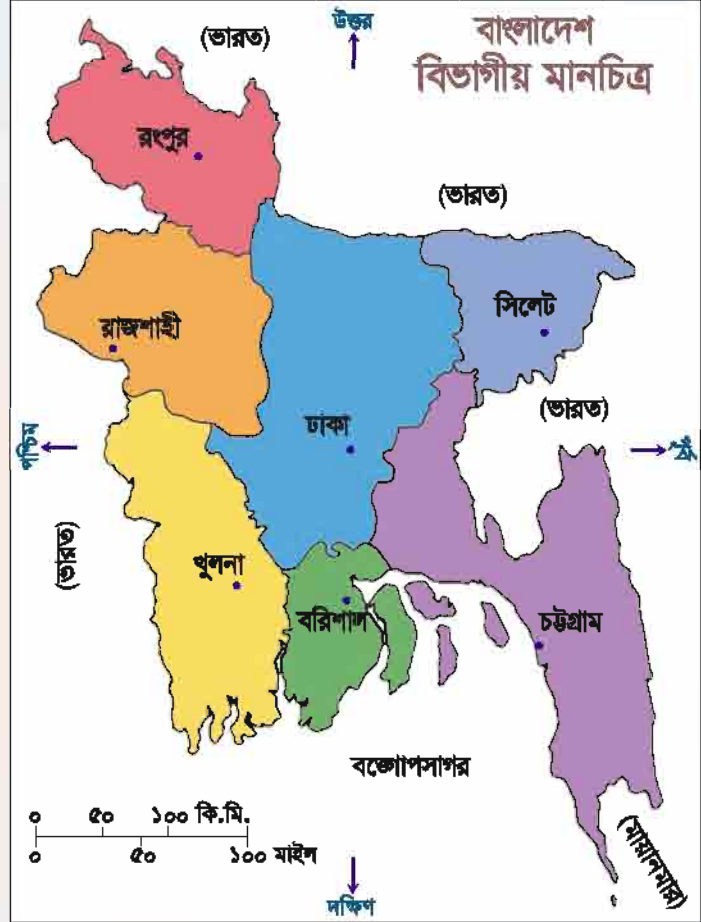


নবম অধ্যায় আমাদের বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সীমানা

বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। এটি এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। অন্যান্য দেশের মতো এর চারদিকে আছে বিভিন্ন দেশ ও সাগর। পাশের মানচিত্রে আমরা বাংলাদেশের চারদিকে কোন কোন দেশ ও সাগর আছে তা দেখি।

আমরা জানি মানচিত্রের উপরের দিক হলো উত্তর। নিচের দিক দক্ষিণ। মানচিত্রে উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়ালে হাতের ডান দিক পূর্ব। আর বাম দিকে পশ্চিম। এবার মানচিত্র দেখে আমাদের দেশের চারদিকে কোন কোন দেশ ও সাগর আছে তা নিচের ছকে লিখি।



দিক	দেশ / সাগর
পূর্ব	
পশ্চিম	
উত্তর	
দক্ষিণ	

বাংলাদেশের রাজধানী ও বিভাগীয় শহর

মানচিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি- দেশের মাঝখানে ঢাকা অবস্থিত। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। এটি একটি পুরাতন শহর। প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে ঢাকা শহর গড়ে ওঠে।

দেশ পরিচালনার সুবিধার জন্য বাংলাদেশকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক একটি ভাগকে বলে বিভাগ। বিভাগগুলো হলো-

- | | | |
|----------------|--------------------|------------------|
| ১। ঢাকা বিভাগ | ২। চট্টগ্রাম বিভাগ | ৩। রাজশাহী বিভাগ |
| ৪। খুলনা বিভাগ | ৫। বরিশাল বিভাগ | ৬। রংপুর বিভাগ |
| ৭। সিলেট বিভাগ | | |

আয়তনে সবচেয়ে বড় চট্টগ্রাম বিভাগ এবং সবচেয়ে ছোট হলো সিলেট বিভাগ।

প্রতিটি বিভাগে একটি করে প্রধান শহর আছে। এদেরকে বলে বিভাগীয় শহর। বিভাগীয় প্রধান শহরের নাম অনুযায়ী বিভাগগুলোর নাম রাখা হয়েছে। ঢাকা একইসাথে রাজধানী ও বিভাগীয় শহর।

মানচিত্রে ভালো করে লক্ষ করি বিভাগগুলো দেশের কোন কোন দিকে অবস্থিত। আমি কোন বিভাগে বাস করি তা বের করি। আমার বিভাগের পাশে কোন বিভাগ অবস্থিত খুঁজে বের করে খাতায় লিখি।

বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকি

আমরা বাংলাদেশের মানচিত্র দেখেছি। এবার আমরা নিজ দেশের একটি মানচিত্র আঁকব। নিচের নির্দেশনার মতো করে আমরা সহজেই বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকতে পারি।

- ⇒ একটি পাতলা কাগজ বাংলাদেশের মানচিত্রের উপর রাখি।
- ⇒ চারপাশ আলপিন বা ক্লিপ দিয়ে আটকে দিই।
- ⇒ কাগজের নিচে মানচিত্রের রেখাগুলো দেখি।



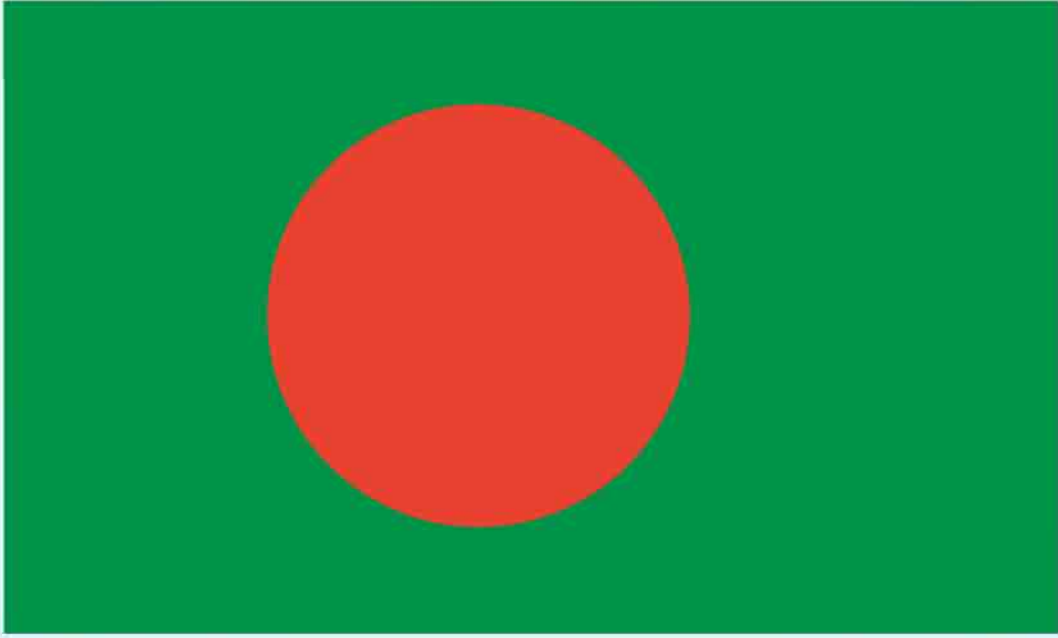
ছাপ দিয়ে মানচিত্র আঁকা

- ⇒ এবার পেনসিল দিয়ে মানচিত্রের চারদিকের রেখা আঁকি।
- ⇒ আলপিন/ক্লিপ খুলে আঁকা কাগজটি তুলি।
- ⇒ মানচিত্রের উপরে বড় করে লিখি বাংলাদেশ।

আমরা বাংলাদেশের একটি চমৎকার মানচিত্র পেলাম। ছাপ দিয়ে আঁকা হয় বলে একে বলে ছাপ মানচিত্র।

আমাদের জাতীয় পতাকা

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা পেয়েছি। আমাদের জাতীয় পতাকা দেখি। এটি ভারী সুন্দর। চারিদিকে সবুজ রঙের মধ্যে টকটকে লাল একটি গোলাকার বৃত্ত। এটি আঁকাও খুব সহজ। আমরা এখন জাতীয় পতাকার ছবি আঁকব। তবে তার আগে সঠিক মাপটা একটু জেনে নেই।

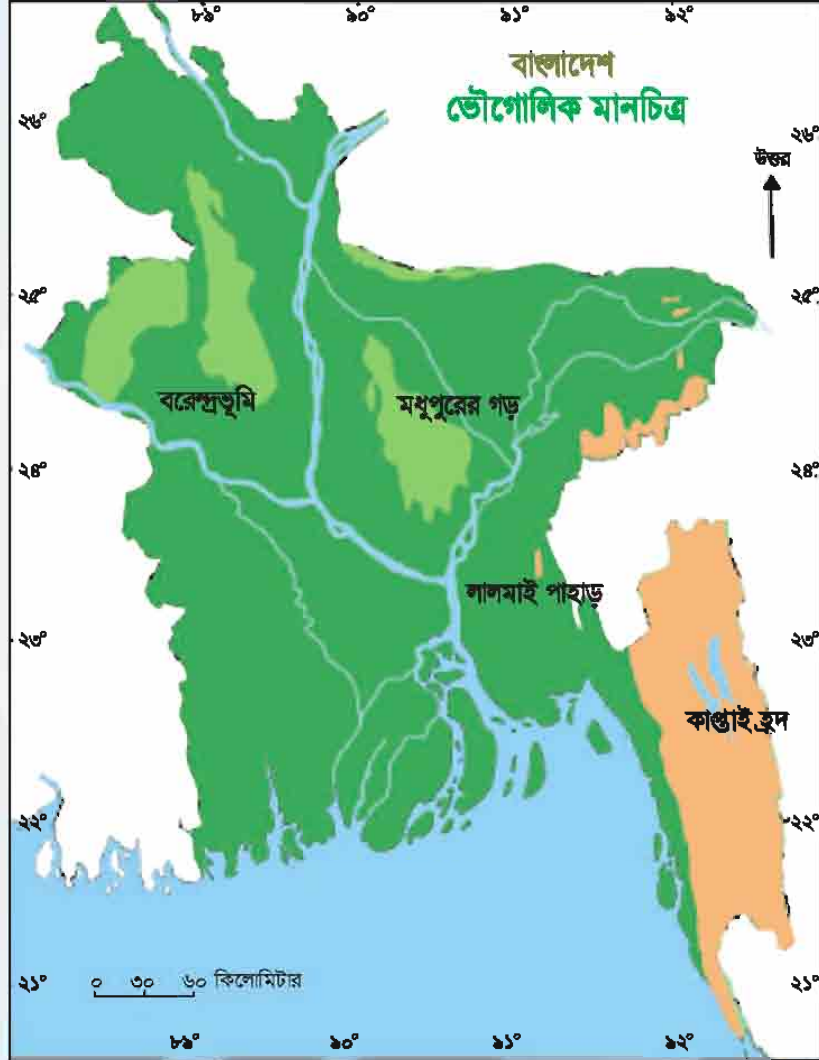


জাতীয় পতাকা

আমাদের জাতীয় পতাকা আয়তাকার। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। অর্থাৎ পতাকাটি দৈর্ঘ্যে ১০ ইঞ্চি হলে প্রস্থ হবে ৬ ইঞ্চি। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পঁচ ভাগের এক ভাগ। জাতীয় পতাকা উঠানোর সময় জাতীয় সংগীত গাইতে হয় ও উঠে দাঁড়াতে হয়।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা

বাংলাদেশের আয়তন এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পঁচাত্তর (১,৪৭,৫৭০) বর্গকিলোমিটার। এর অধিকাংশ স্থান সমতল। দেশের উত্তর-পূর্ব দিকে সিলেট বিভাগে এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চট্টগ্রাম বিভাগে কিছু পাহাড় আছে। কুমিল্লাতেও কিছু ছোট পাহাড় আছে।



এ পাহাড়গুলো বেশি উঁচু নয় বলে এগুলোকে টিলা বলে। দেশের মাঝামাঝি উঁচু ভূমি আছে। একে বলে মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়। রাজশাহী বিভাগেও উঁচুভূমি আছে যার নাম বরেন্দ্রভূমি। এসব অঞ্চলের মাটি লাল। পলি দিয়ে গঠিত বলে আমাদের দেশের মাটি অনেক উর্বর।

বাংলাদেশের নদী

আমাদের দেশে অসংখ্য নদী আছে। কোনোটি বড়। আবার কোনোটি ছোট। নদীগুলো জালের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। তবে প্রধান নদীগুলো হলো- পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও কর্ণফুলী। এগুলো বিভিন্ন পাহাড়-পর্বত থেকে সৃষ্টি হয়ে ঢালুর দিকে বয়ে গেছে এবং একটি অন্যটির সঙ্গে মিশে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। অনেক নদী আছে বলে আমাদের দেশকে বলা হয় নদীমাতৃক দেশ।



বাংলাদেশের সম্পদ

বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পদের মধ্যে কৃষিজ, বনজ, খনিজ ও পানি সম্পদ উল্লেখযোগ্য।

কৃষিজ সম্পদ

বাংলাদেশের প্রধান কৃষিজ সম্পদ হলো ধান, পাট এবং চা। দেশের সব অঞ্চলেই ধান জন্মে। পাট ও চা অর্থকরী ফসল। এগুলো বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। এছাড়া আমাদের দেশে গম, সরিষা এবং বিভিন্ন ধরনের ডাল, শাকসবজি ও মসলা ইত্যাদি উৎপাদিত হয়।



কৃষিজ সম্পদ



কৃষিজ সম্পদ

বনজ সম্পদ

বাংলাদেশে তিন ধরনের বনভূমি আছে।

১. পাহাড়ি বনভূমি
২. মধুপুর, ভাওয়াল এবং বরেন্দ্রভূমির বনাঞ্চল
৩. সুন্দরবন।



পাহাড়ি বনভূমি

পাহাড়ি বনভূমি দেশের পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে বিভিন্ন ধরনের গাছ এবং বাঁশ ও বেত জন্মে। পাহাড়ি বনে হাতি, বানর ও বন্য শূয়োর আছে। মধুপুর, ভাওয়াল ও বরেন্দ্র অঞ্চলের বনভূমিতে শালবন আছে। ঘর ও বৈদ্যুতিক তারের ঝুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয় শালকাঠ। শাল ছাড়াও এখানে অন্যান্য কাঠ ও ফলের গাছ আছে। সুন্দরবন খুলনা বিভাগের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে সুন্দরি, গোওয়া, গোলপাতা, কেওড়া ইত্যাদি গাছ জন্মে। সুন্দরবনে পৃথিবী বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার পাওয়া যায়।



সুন্দরবন

বনজ সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ অনেক কম। তাই আমাদের বনের যত্ন নিতে হবে। বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।

খনিজ সম্পদ

আমাদের দেশের প্রধান খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস। এছাড়া কয়লা, চুনাপাথর, চিনামাটি, সিলিকা বালি, খনিজ বালি, কঠিন শিলা ইত্যাদি পাওয়া যায়।

পানি সম্পদ

বাংলাদেশে অনেক নদী, খাল, বিল, ঝিল, হাওর ইত্যাদি আছে। এগুলো দেশের গুরুত্বপূর্ণ পানি সম্পদ। কৃষি, যাতায়াত, জিনিস পরিবহন ইত্যাদি কাজে এগুলো ব্যবহৃত হয়। এসব জলাভূমিতে বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যায় যা আমাদের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে। দেশের দক্ষিণে সমুদ্র উপকূলে চিথড়ি মাছের চাষ হয়। চিথড়ি বিদেশে রপ্তানি করে দেশ অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

আবার পড়ি

১. বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম দিকে ভারত, পূর্বে ভারত ও মায়ানমার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।
২. আমাদের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬।
৩. বাংলাদেশে সাতটি বিভাগীয় শহর আছে।
৪. দেশের প্রধান নদীগুলো হলো- পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র ও কর্ণফুলী।
৫. বাংলাদেশে কৃষিজ, বনজ, খনিজ, পানি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সম্পদ আছে।

পরিকল্পিত কাজ

১. ছাপ দিয়ে বাংলাদেশের একটি মানচিত্র ঐকে দেশের রাজধানী, প্রধান বিভাগীয় শহর এবং নদীগুলো দেখাও।
২. সাদা কাগজে স্কেল দিয়ে মেপে নিয়ম অনুযায়ী একটি পতাকা আঁকি ও রং করি।
৩. শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন জাতীয় দিবসে এবং দৈনিক সমাবেশে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করবে।

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

- ক. বাংলাদেশে বিভাগীয় শহরের সংখ্যা কয়টি ও কী কী ?
খ. বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চল কোথায় অবস্থিত? এখানে কী কী পাওয়া যায় ?
গ. বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলো কী? নদী আমাদের কী উপকার করে ?
ঘ. বাংলাদেশের পানি সম্পদের গুরুত্ব লিখ ?

দশম অধ্যায় আমাদের জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির পিতা। তিনি ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম ছিল খোকা। তাঁর বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মায়ের নাম সায়েরা বেগম।

তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় ৭ বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে। দুই বছর পর তিনি গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুল থেকে। এরপরে তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি এ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে



বঙ্গবন্ধুর প্রথম জীবনের ছবি

ভর্তি হন। তখন থেকেই বঙ্গবন্ধু বাঙালির বিভিন্ন অধিকার আদায়ের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। এসব আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়। কিন্তু তিনি ছিলেন অবিচল। ১৯৬৬ সালে তিনি পূর্ববাংলার জনগণের মুক্তির সনদ ছয় দফা পেশ করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তাঁর দল আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয় লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পাকিস্তানের সরকার গঠন করার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকরা টালবাহানা শুরু করে। ফলে



স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধুর ছবি

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন। এরপর ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর হামলা করে। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এর পরপরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী করে রাখে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানেই জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ যুদ্ধ নয় মাস ধরে চলে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা জয়লাভ করি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তাই তিনি আমাদের জাতির পিতা।

যুদ্ধ শেষে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। যুদ্ধ শেষে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধু বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তিনি একদল ষড়যন্ত্রকারীর হাতে সপরিবারে শহিদ হন। তাঁর মৃত্যু দেশের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুর মতো দেশকে ভালোবাসব, দেশের জন্য কাজ করব।

আবার পড়ি

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির পিতা।
২. তিনি ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
৩. ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।
৪. ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট একদল ষড়যন্ত্রকারীর হাতে তিনি সপরিবারে শহিদ হন।

পরিকল্পিত কাজ

১. বঙ্গবন্ধুর ছবি সংগ্রহ করে একটি অ্যালবাম বানাও।
২. বঙ্গবন্ধুর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১.১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন ?

ক. ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ

খ. ১৯২০ সালের ২২শে এপ্রিল

গ. ১৯২২ সালের ১৮ই আগস্ট

ঘ. ১৯২৪ সালের ১০ই জানুয়ারি

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

১.২ বঙ্গবন্ধুর ডাক নাম কী ছিল ?

ক. বাবু

খ. বকুল

গ. খোকা

ঘ. জাদু

১.৩ বঙ্গবন্ধু কত বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন ?

ক. ৫ বছর

খ. ৭ বছর

গ. ৯ বছর

ঘ. ১০ বছর

১.৪ বঙ্গবন্ধু কোথায় মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন ?

ক. গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুলে

খ. ফরিদপুর মিশন হাই স্কুলে

গ. ঢাকা মিশন হাই স্কুলে

ঘ. কলকাতা মিশন হাই স্কুলে

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. বঙ্গবন্ধুর মায়ের নাম _____ ।

খ. গোপালগঞ্জ জেলার _____ গ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ।

গ. ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু পূর্ববাংলার জনগণের মুক্তির সনদ _____ দফা পেশ করেন ।

ঘ. যুদ্ধ শেষে নতুন _____ গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধু বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন ।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর ।

ক. ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ স্বাধীনতার ডাক দেন	১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট
খ. আমাদের সবার বঙ্গবন্ধুর মতো	কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে
গ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি এ পাস করেন	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে
ঘ. জাতির পিতা শহিদ হন	দেশকে ভালোবাসা উচিত
	বঙ্গবন্ধু

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও ।

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?

খ. বঙ্গবন্ধু কোন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন ?

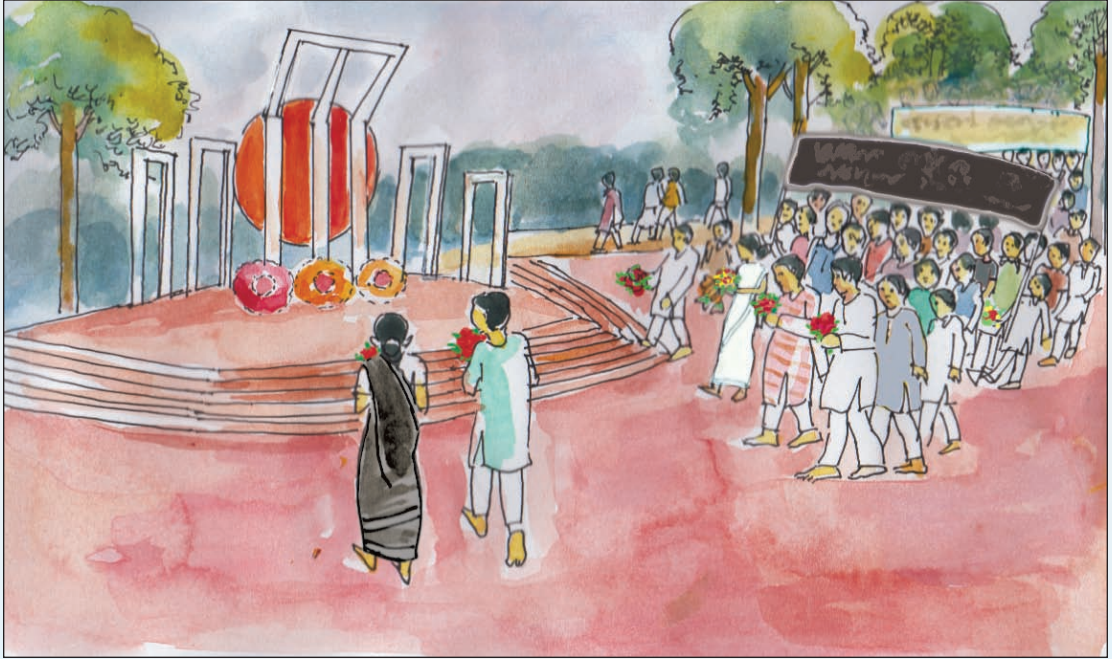
গ. বঙ্গবন্ধুকে কেন বহুবার কারাবরণ করতে হয় ?

ঘ. বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা কেন বলা হয় ?

ঙ. মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদান লেখ ।

শহিদ বলি। কয়েকজন ভাষা শহিদ হলেন- সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার ও শফিউর। আর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে বলা হয় শহিদ দিবস। দিবসটি আমরা জাতীয়ভাবে পালন করি। ভাষা শহিদদের স্মরণে ঢাকায় তৈরি হয়েছে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও শহিদ মিনার তৈরি করা হয়েছে। প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে খুব ভোরে আমরা ফুল হাতে খালি পায়ে শহিদ মিনারে যাই। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। এসময় আমরা গাই একুশের গান, “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।” গানটি লিখেছেন আব্দুল গাফফার চৌধুরী। সুর করেছেন ৭১ এর শহিদ আলতাফ মাহমুদ।

আনন্দের বিষয়, আমাদের এই শহিদ দিবস এখন সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। এটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে দেশে দেশে পালিত হচ্ছে।



২১ ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনারে খালি পায়ে ফুল প্রদান

স্বাধীনতা দিবস

আমাদের স্বাধীনতা দিবস ২৬শে মার্চ। আমরা আগেই জেনেছি আমাদের দেশ কীভাবে স্বাধীন হয়েছে। প্রতি বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা দিবসটি পালন করি। মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মরণে সাভারে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। এ

দিনটিতে আমরা সেখানে ফুল দিতে যাই। আরও নানা আয়োজনের মাধ্যমে আমরা শহিদদের স্মরণ করি।



বিজয় দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ

বিজয় দিবস

১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এদিনে পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। প্রতি বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান, জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল প্রদানের মাধ্যমে এ দিনটি আমরা পালন করি। এ দিনে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিজয় মেলা বসে। জাতীয় দিবস তিনটি আমাদের গর্ব। এ দিবসগুলোর নাম আমরা সবসময় মনে রাখব। এ দিবসগুলোকে সম্মান করব। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেব।

আমাদের সামাজিক উৎসব

আমাদের আরও কিছু দিন আছে যেগুলো আনন্দের দিন, উৎসবের দিন। এবার এরকম কিছু সামাজিক আনন্দ-উৎসবের কথা জানি। সামাজিক উৎসব আমরা সমাজের সবাই মিলিতভাবে পালন করি।

পহেলা বৈশাখ

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ। এটি বাঙালিদের প্রধান সামাজিক উৎসব। এ দিনে ছোট-বড়, ধনী-গরিব আমরা সবাই পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে অংশ নিই। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন গান-বাজনা ও মেলার আয়োজন করা হয়। কোথাও কোথাও বৈশাখী মেলা বসে। এসব মেলা ছোটদের জন্য ভারি মজার। এতে নানা রকম খেলনা পাওয়া যায়, মজাদার খাবার পাওয়া যায়। তাছাড়া নানা রকম খেলাধুলা, নাগরদোলা, নৌকাবাইচ, পুতুলনাচ ইত্যাদির আয়োজনও থাকে কোথাও কোথাও।



পহেলা বৈশাখ উদযাপন

পহেলা বৈশাখে ব্যবসায়ীরা নতুন খাতায় নতুন বছরের হিসাব লিখতে শুরু করে। একে হালখাতা বলা হয়। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দোকানে ক্রেতাদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

নবান্ন

নবান্ন গ্রাম বাংলার একটি উৎসব। এটি ফসল কাটার উৎসব। বাংলা অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান কেটে ঘরে তোলা হয়। এ সময় নতুন ধান ঘরে তোলার আনন্দে কৃষকরা মেতে ওঠে। ঘরে ঘরে নতুন ধানের চাল দিয়ে নানা রকম পিঠা ও খাবার তৈরি করা হয়। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শিদের মাঝে তা বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি আয়োজন করা হয় নানা রকম নাচ গানের।

পৌষমেলা

নবান্নের মতো পৌষমেলাও গ্রাম বাংলার একটি উৎসব। বাংলা পৌষ মাসে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। গ্রামের ঘরে ঘরে বানানো হয় নানা রকম শীতের পিঠা ও মিষ্টি।



পৌষ মেলা

কয়েকদিন ধরে চলে পিঠা বানানোর উৎসব। সেই সাথে বসে মেলা। মেলায় নানা রকম পিঠা ও খাবার-দাবার পাওয়া যায়। পাশাপাশি বসে গান, নাচ, যাত্রা ইত্যাদির আসর। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠীদের নিজস্ব নানা উৎসব আছে। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে এগুলো পালিত হয়।

আবার পড়ি

১. ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২৬শে মার্চ ও ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় দিবস।
২. বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে বাংলা নববর্ষ পালিত হয়। এটি আমাদের প্রধান সামাজিক উৎসব।
৩. পৌষ মেলা হয় বাংলা পৌষ মাসে। এটি শীতের পিঠা ও লোকজ নাচ-গানভিত্তিক উৎসব।
৪. নবান্ন আয়োজিত হয় অগ্রহায়ণ মাসে। এটি ফসল কাটার উৎসব।
৫. বিভিন্ন ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠীদের নিজস্ব নানা উৎসব রয়েছে।

পরিকল্পিত কাজ

১. নিচের ছক থেকে খুঁজে বের করে লিখি কোনটা আমাদের জাতীয় দিবস এবং কোনটা সামাজিক উৎসব।

শহিদ দিবস, পহেলা বৈশাখ, স্বাধীনতা দিবস,
বিজয় দিবস, নবান্ন উৎসব, পৌষমেলা

২. আমাদের জাতীয় দিবসগুলোর নাম ও তারিখসহ একটি তালিকা তৈরি করি।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১.১ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে কী বলা হয় ?

- ক. স্বাধীনতা দিবস খ. বিজয় দিবস
গ. বুদ্ধিজীবী দিবস ঘ. শহিদ দিবস

১.২ জাতীয় স্মৃতিসৌধ কোথায় অবস্থিত ?

- ক. ঢাকায় খ. গাজীপুরে
গ. সাভারে ঘ. চট্টগ্রামে

১.৩ বাংলা নববর্ষ আমরা কোন তারিখে উদযাপন করি ?

- ক. পহেলা মাঘ খ. পহেলা শ্রাবণ
গ. পহেলা ভাদ্র ঘ. পহেলা বৈশাখ

১.৪ নবান্ন কী ধরনের উৎসব ?

- ক. নববর্ষের উৎসব খ. বসন্তের উৎসব
গ. শীতের উৎসব ঘ. ফসল কাটার উৎসব

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. শহিদ দিবস এখন আন্তর্জাতিক _____ দিবস হিসেবে
দেশে দেশে পালিত হচ্ছে।

খ. পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে ১৯৭১ সালের
_____।

গ. পহেলা বৈশাখ বাঙালিদের প্রধান _____ উৎসব।

ঘ) বিভিন্ন ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠীদের রয়েছে নিজস্ব _____।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. বাংলা নববর্ষে বিভিন্ন স্থানে	জাতীয় স্মৃতিসৌধে
খ. ২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা ফুল দিতে যাই	২৬শে মার্চ
গ. আমাদের স্বাধীনতা দিবস	গ্রাম বাংলার উৎসব
ঘ. পৌষমেলা একটি	মেলা বসে
	শহিদ মিনারে

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

- ক. রাষ্ট্রভাষার দাবিতে বাঙালিরা কেন আন্দোলন করেছিল ?
- খ. ১৬ই ডিসেম্বরকে কেন বিজয় দিবস বলা হয় ?
- গ. স্বাধীনতা দিবসে আমরা কী করব ?
- ঘ. নববর্ষ আমরা কীভাবে পালন করি ?
- ঙ. নবান্ন কী ? এতে কী করা হয় ?

দ্বাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

একটি দেশে অনেক লোক বাস করে। গণনা করে তাদের সংখ্যা বের করা হয়। এই সংখ্যা হলো জনসংখ্যা। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের আয়তন অনেক কম। আমাদের দেশের আয়তন এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পঁচাত্তর (১,৪৭,৫৭০) বর্গকিলোমিটার। আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর নব্বইতম দেশ। আমাদের দেশের আয়তন কম। কিন্তু জনসংখ্যা কম নয়। ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা চৌদ্দ কোটি সাতানব্বই লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিন শত চৌষট্টি (১৪,৯৭,৭২,৩৬৪)। মোট জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৫০.০১ ভাগ পুরুষ ও ৪৯.৯৯ ভাগ নারী। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীতে অষ্টম। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৬৪ জন মানুষ বসবাস করে। এ থেকে বোঝা যায় আমাদের দেশে অল্প জায়গায় অনেক মানুষ বসবাস করে। এর কারণ প্রতি বছর আমাদের দেশে জনসংখ্যা খুব দ্রুত বাড়ছে।

আমরা বাংলাদেশের আয়তন ও জনসংখ্যা জানলাম। এবার নিচের ছকটি খাতায় তুলে পূরণ করি।

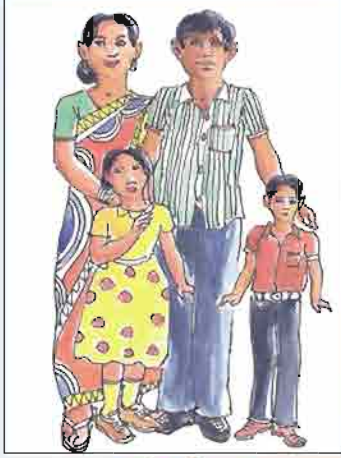
আয়তন	
জনসংখ্যা	
নারীদের শতকরা হার	
পুরুষের শতকরা হার	

অধিক জনসংখ্যার প্রভাব

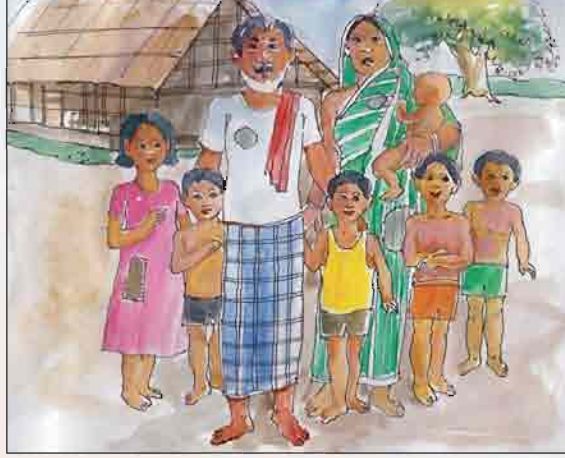
পরিবারের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব

একটি দেশের বিভিন্ন পরিবারের লোকসংখ্যা নিয়েই সেই দেশের জনসংখ্যা। কোনো পরিবারে লোকসংখ্যা বেশি। আবার কোনো পরিবারে লোকসংখ্যা কম। তাই পরিবারের লোকসংখ্যা কম হলে দেশের জনসংখ্যাও কম থাকে।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে ছোট পরিবারে লোকসংখ্যা ৪ জন। আর বড় পরিবারে লোকসংখ্যা ৮ জন। পরিবার বড় হলে অনেক ধরনের সমস্যা হয়। যেমন- বাসস্থান, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পরিবেশ দূষণ সমস্যা। পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন জিনিসের প্রয়োজন হয়। যেমন- খাবার,



ছোট পরিবার



বড় পরিবার

পোশাক, বই-খাতা, পেনসিল, ঘুমানো বা বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা। আবার অসুখ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। পরিবারের সদস্য কম হলে সবাই প্রয়োজনীয় জিনিস ঠিকমতো পায়। পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হলে সবার প্রয়োজন মেটে না। যেমন- অনেকে পুষ্টিকর খাবার পায় না। আবার ছোট ভাই-বোনদের দেখাশোনা করতে হয় বলে অনেক মেয়েশিশু লেখাপড়া করতে পারে না। যে সব পরিবারে লোকসংখ্যা বেশি সেখানে ছোট শিশুরা অনেক সময় বাবা-মায়ের সাথে কাজে যায়। ফলে তারা ঠিকমতো বিদ্যালয়ে আসতে পারে না।

যানবাহনের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব



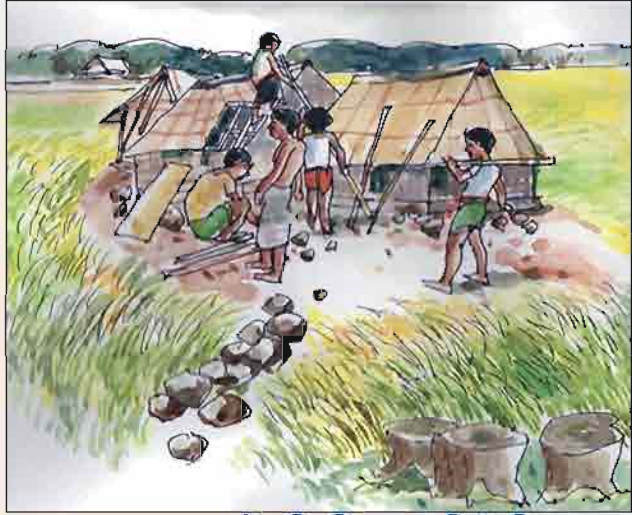
রাস্তাঘাট ও যানবাহনে অতিরিক্ত জনসংখ্যা

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হলে যেমন পরিবারে বিভিন্ন সমস্যা হয় তেমনি বেশি জনসংখ্যা থাকলে দেশে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেমন- বিদ্যালয়, হাট-বাজার, রাস্তাঘাট, যানবাহন সর্বত্র অনেক লোকের ভিড় থাকে। জনসংখ্যা অধিক হলে সীমিত যানবাহনের উপর চাপ পড়ে। মানুষের যাতায়াত কঠিন হয়। রাস্তা-ঘাটে মানুষের ভিড় বাড়ে। বাস, ট্রেন, লঞ্চ অতিরিক্ত যাত্রী বহন করতে হয়। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটে। মানুষ মারা যায়।

পরিবেশের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব

অধিক মানুষ থাকলে ময়লা ও আবর্জনা বেশি হয় এবং তাতে পরিবেশ দূষণ হয়। এর ফলে নানা ধরনের অসুখ-বিসুখ হয়। বেশি মানুষ হলে ঘর-বাড়ি তৈরি করার জায়গা কমে যায়। তখন মানুষ খেলার মাঠ, কৃষিজমি, বনের গাছপালা নষ্ট করে ঘর-বাড়ি তৈরি করে। রাস্তার পাশে বা খোলা জায়গায় বস্তু গড়ে ওঠে। তাই আমরা বুঝতে পারছি বেশি জনসংখ্যা আমাদের দেশের একটি প্রধান সমস্যা।



গাছপালা কেটে কৃষিজমিতে ঘরবাড়ি তৈরি

আবার পড়ি

১. আয়তনে আমাদের দেশ খুব ছোট।
২. আমাদের দেশে অল্প জায়গায় অনেক মানুষ বাস করে।
৩. আমাদের দেশের জনসংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যাচ্ছে।
৪. জনসংখ্যা বেশি হলে পরিবারে ও দেশে বিভিন্ন সমস্যা হয়।

পরিকল্পিত কাজ

১. নিজ এলাকার অধিক জনসংখ্যার সমস্যাগুলোর তালিকা তৈরি করবে।

জনসংখ্যা সমস্যার তালিকা
১.
২.
৩.

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১.১ বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা কত ?

- ক. প্রায় ১০ কোটি ২৩ লক্ষ খ. প্রায় ১২ কোটি ২৩ লক্ষ
 গ. প্রায় ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ঘ. প্রায় ১৬ কোটি ২৩ লক্ষ

১.২ জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীতে কততম ?

- ক. সপ্তম খ. অষ্টম
 গ. নবম ঘ. দশম

১.৩ বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে ?

- ক. ১০০০ জন খ. ৯৬৪ জন
 গ. ১৫০০ জন ঘ. ৫৬০ জন

১.৪ আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর কততম দেশ ?

- ক. সত্তরতম খ. আশিতম
 গ. নব্বইতম ঘ. একশতম

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. জনসংখ্যা বেশি হলে রাস্তার পাশে বা খোলা জায়গায় _____ গড়ে ওঠে।
 খ. পরিবারের লোকসংখ্যা কম হলে সবাই _____ জিনিস ঠিকমতো পায়।
 গ. জনসংখ্যা আমাদের দেশের একটি _____ সমস্যা।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায়	অনেক লোক থাকে
খ. আমাদের দেশে কম জায়গায়	বাসস্থান, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পরিবেশ দূষিত হয়
গ. একটি দেশের বিভিন্ন পরিবারের লোকসংখ্যা নিয়েই	অনেক ঘরবাড়ি থাকে
ঘ. পরিবার বড় হলে	বাংলাদেশের আয়তন অনেক কম সেই দেশের জনসংখ্যা

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

- ক. বাংলাদেশকে অধিক জনসংখ্যার দেশ কেন বলা হয় ?
- খ. বেশি জনসংখ্যা কেন আমাদের দেশের একটি প্রধান সমস্যা ?
- গ. পরিবারে লোকসংখ্যা বেশি হলে কোন কোন প্রয়োজনগুলো মেটানো সম্ভব হয় না ?
- ঘ. দেশে বেশি জনসংখ্যা হলে যানবাহনের ওপর কী প্রভাব পড়ে ?
- ঙ. পরিবার বড় হলে শিশুদের কী কী সমস্যা হয় ?

সমাপ্ত

২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য বা বি-৩

প্রতিবেশীর প্রতি ভালো ব্যবহার কর



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত—বিক্রয়ের জন্য নয়।